

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০১৬ সালের ১১তম বোর্ডসভার কার্যবিবরণী

তারিখ	:	২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬
সময়	:	বেলা ১০-০০ টা
স্থান	:	সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
সভাপতি	:	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নুরুল মোমেন খান, এনডিসি, পিএসসি প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

সভায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট-‘ক’ দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন এবং আলোচ্যসূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :-

আলোচ্য বিষয়-১: ২৯ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়করণ।

আলোচনা : গত ২৯ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৬ সালের ১০ম বোর্ডসভার সিদ্ধান্তসমূহের উপর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কয়েকটি সিদ্ধান্তের উপর কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত : সম্মানিত সদস্য কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সম্মানিত সদস্য মোঃ শরীফুল আলম তানভীর এর সমর্থনে বিগত সভার (২০১৬ সালের ৯ম বোর্ডসভার) কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৬৭/এ ও ৬৭/বি এবং ৬৫/বি নং প্লটসমূহের ইজারা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৬৭/এ ও ৬৭/বি এবং ৬৫/বি নং প্লটসমূহের ইজারা সংক্রান্ত বিষয়ে ২৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্য বিষয়-৪৩ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ইজারা সংক্রান্ত জটিলতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্লটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পবরতীতে একসাথে কার্যক্রম গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, ৬৫/বি নং প্লটের ইজারা সংক্রান্ত বিষয়ে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর হতে কোন সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত : সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরকে বিগত বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকার গৃহকর (Holding Tax) সংক্রান্ত সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

আলোচনা : ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকার গৃহকর প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর পুনঃমূল্যায়ন করার বিধান আছে। সর্বশেষ ২০১১ সালে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকার গৃহকর (Holding Tax) মূল্যায়ন করা হয়। গত ২৯ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভায় সেনাসদর, কিউএমজি শাখার অনুমোদনক্রমে ডিওএইচএসসমূহের গৃহকরের নতুন হার নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া বেশ কিছু নতুন বাড়ী নির্মিত হলেও সেগুলো অদ্যাবধি করের আওতায় আসেনি বিধায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন সকল এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করার জন্য টিম গঠন করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান আছে।

সিদ্ধান্ত : ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকার গৃহকর (Holding Tax) সংক্রান্ত সরেজমিনে পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহের জন্য গঠিত কমিটি ঘটনোত্তর অনুমোদন করা হলো। ১০ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের মধ্যে সরেজমিন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সভাপতি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বরাবর উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪: সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে আউটডোর ও ইনডোর রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও ডাক্তার ও নার্স স্বল্পতার কারণে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হচ্ছে না মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। সম্প্রতি ০৪ (চার) জন সিনিয়র স্টাফ নার্স চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়ায় রোগীদের সেবা প্রদান মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। হাসপাতালের পুরাতন ভবনে ডাক্তার চেম্বার চালু করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত : সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল হাসপাতালে আগত রোগীদের সুষ্ঠুভাবে সেবা প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

- জরুরী ভিত্তিতে মাস্টার রোলে ০৩(তিন) জন নার্স নিয়োগ করতে হবে। নার্সদের বেতন বাবদ যাবতীয় ব্যয় বোর্ড তহবিল হতে সংকুলান করতে হবে;
- জানুয়ারি, ২০১৭ হতে হাসপাতালের পুরাতন ভবনে ডাক্তার চেম্বার চালু করতে হবে;
- আউটডোর রোগীদের ঔষধ বিতরণের পরিসংখ্যান মাসওয়ারী উপস্থাপন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত মার্কেটে দোকান বরাদ্দ নীতিমালা প্রসংগে।

আলোচনা : ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সম্প্রতি মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় একটি শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণাধীন আছে। উক্ত মার্কেটের ৩০১টি দোকান/স্পেসের মধ্যে ২৪৮টি দোকান/স্পেস ইতোমধ্যে ইজারা প্রদান করা হলেও অধিকাংশ ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক দোকান বরাদ্দের সালামীর অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে না। অবশিষ্ট ৪৮টি দোকান/স্পেস বারবার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেও বিক্রি হচ্ছে না। ইজারা গ্রহীতাগণের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে যে, ইজারা মেয়াদ মাত্র ১০ বছর এবং ইজারার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইজারা মূল্যের ২৫% অর্থ জমা সাপেক্ষে পুনঃ বরাদ্দের শর্ত থাকায় আত্মহী ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই মার্কেটের প্রায় অর্ধেক কাজ এখনো বাকী রয়েছে এবং দোকান বরাদ্দলাভকারী/ইজারা গ্রহীতাদের নিকট হতে দোকান বরাদ্দ সালামী বাবদ প্রায় ৭০(সত্তর) কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মৌখিক পরামর্শের প্রেক্ষিতে ঢাকা সেনানিবাসস্থ মিরপুর ডিওএইচএস অফিস কাম শপিং কমপ্লেক্স এর দোকান বরাদ্দের নীতিমালাসহ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত অন্যান্য মার্কেটের দোকানসমূহ বরাদ্দ প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধনের নিমিত্তে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিতভাবে একটি কমিটি গঠন করা হয়ঃ-

(১)	জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।	--	সভাপতি
(২)	প্রতিনিধি, স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস।	--	সদস্য
(৩)	প্রতিনিধি, সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাস।	--	সদস্য
(৪)	জনাব আজিজুল ইসলাম এ.জি.ই, (আর্মি) নর্থ, ঢাকা সেনানিবাস।	--	সদস্য
(৫)	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন আহমেদ সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	--	সদস্য
(৬)	জনাব মোঃ আলম খান নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	--	সদস্য
(৭)	জনাব মোঃ আবুল বাশার মিয়া হিসাব রক্ষণ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	--	সদস্য
(৮)	কাজী মোঃ পেয়ার রেভিনিউ অফিসার (অঃদাঃ), ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	--	সদস্য

উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত নীতিমালা নিম্নরূপ:-

নীতিমালা

- ১। বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়মানুযায়ী 'ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট' দোকানসমূহ ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করবে।
- ২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর মার্কেটসমূহের দোকান ৩০ (ত্রিশ) বছরের জন্য বিধি মোতাবেক নির্ধারিত ব্যবসা করার জন্য ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করা হবে।
- ৩। প্রতিটি দোকান/স্পেস/ফ্লোর ৩০ (ত্রিশ) বছরের জন্য ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করা হবে, যা দরপত্র আহবান করে প্রকাশ্য নিলাম অথবা সিডিউল এর মাধ্যমে ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করা হবে।
- ৪। প্রকাশ্যে নিলামে অংশ গ্রহণ এর জন্য নাম লিপিবদ্ধ জামানত বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার মূল্যের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট "ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট" এর অনুকূলে (ফেরতযোগ্য) জমা দিতে হবে এবং সিডিউল এর মূল্য ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য)।
- ৫। দোকান বরাদ্দের আবেদনপত্রের সংগে যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে "ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট" এর অনুকূলে প্রাথমিক জামানত হিসেবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দিতে হবে। যে সকল আবেদনকারীর আবেদন দোকান বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবে না তাদের জমাকৃত জামানত যথাসময়ে ফেরত দেয়া হবে।
- ৬। আবেদনপত্রের সংগে ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার/ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক ও নাগরিকত্ব সনদপত্র, জন্ম সনদ বা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
- ৭। মার্কেটসমূহের দোকান ইজারা/বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রকাশ্য ডাক গ্রহণ বা সিডিউল দর গ্রহণ করার জন্য কমিটি গঠন করা হবে। গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দর যাচাই/বাছাই করে গ্রহণ/বাতিলের নিমিত্তে সুপারিশ/মন্তব্য প্রদান করবেন।
- ৮। ইজারা/বরাদ্দকৃত দোকানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইজারা/বরাদ্দগ্রহীতা-কে দোকান বরাদ্দের সময় প্রদত্ত সালামীর উপর ১০% অর্থ নবায়ন ফি হিসেবে বোর্ডে জমা প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) বছরের জন্য দোকান/স্পেস/ফ্লোর নবায়ন করা যাবে। এই নিয়মে পরবর্তী প্রতি ৩০ (ত্রিশ) বছর অন্তর অন্তর নবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ইতোপূর্বে ইজারাকৃত অন্যান্য দোকান/স্পেসের জন্যও একই নিয়ম প্রচলিত হবে।

- ৯। যে সকল আবেদনকারীর আবেদন দোকান বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবে তাদের প্রাথমিক বরাদ্দ প্রদানের পরবর্তী মাস থেকে দুই মাস পর পর সমান ০৮(আট) টি কিস্তিতে সর্বমোট সালামীর অর্থ ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা পরিশোধ করবে। কোন ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা, দুই কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং তিন কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিলম্ব ফি সহ কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে। ০৩ (তিন) কিস্তির তদূর্ধ্ব কিস্তির অর্থ সময়মত পরিশোধে ব্যর্থ হলে দোকান/স্পেস ইজারা/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে জমাকৃত প্রাথমিক জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং প্রদত্ত কিস্তির টাকার উপর ২০% কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা ফেরত দেয়া হবে।
- ১০। সর্বোচ্চ ডাককারী দোকান গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে। তবে এক বা একাধিক কিস্তি জমা দেয়ার পর পরবর্তী কিস্তি পরিশোধে অপরগতা প্রকাশ করলে এক্ষেত্রে জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্তসহ কিস্তি হিসেবে জমাকৃত অর্থের ১০% কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেয়া হবে।
- ১১। দোকান/স্পেস ইজারা/বরাদ্দে জন্য পৃথক পৃথক ডাক ও সিডিউল বিক্রি করতে হবে এবং প্রত্যেক দোকানের জন্য আলাদাভাবে ডাক বা দর উল্লেখ করতে হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে দোকান ইজারা/বরাদ্দের জন্য প্রাথমিকভাবে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাইকৃত দর বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত কিস্তিতে সালামীর টাকা পরিশোধ করতে হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সমুদয় সালামীর টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে দোকান/স্পেস বুঝিয়ে দেয়া হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন দোকানের দর অনুমোদন করা না হলে তার জমাকৃত জামানতসহ সমুদয় কিস্তির টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।
- ১২। সংশ্লিষ্ট মার্কেটের বেজমেন্ট (আন্ডার গ্রাউন্ড) ও ১ম তলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) প্রতি বর্গফুট স্পেসের জন্য কমপক্ষে ১৭,০০০/- (সতের হাজার) টাকা ও ২য় তলায় প্রতি বর্গফুট ১৬,০০০/- (ষোল হাজার) টাকা এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম তলায় যথাক্রমে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা, ১৪,৫০০/- (চৌদ্দ হাজার পাঁচশত) টাকা, ১৪,০০০/- (চৌদ্দ হাজার) টাকা এবং ৬ষ্ঠ তলা হতে তদূর্ধ্ব ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা সর্বনিম্ন দর ধার্য করা হলো। উদ্ধৃত দরের উপর সরকারী বিধি মোতাবেক আয়কর-ভ্যাট প্রদেয় হবে। ৮ম ও ৯ম তলার ফুডকোর্টের দোকানের সামনে সকলের ব্যবহারযোগ্য স্থান (প্রতি তলায় ২০০৮ বর্গফুট) দাখিলকৃত দোকানের বিপরীতে আনুপাতিক হারে বিভাজন করা হবে। উক্ত স্থানের দর সর্বনিম্ন (১২,০০০/- টাকা) প্রদত্ত দরের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রতি বর্গফুট ৩,০০০/- টাকা হারে প্রদান করতে হবে (তালিকা সংযুক্ত)।
- ১৩। একই দোকান/স্পেস এর জন্য একাধিক দরদাতার দর একই হলে লটারীর মাধ্যমে তা নির্ধারণ হবে।
- ১৪। অনুমোদিত ইজারা/বরাদ্দকৃত দোকানের মাসিক ভাড়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মার্কেটের বেজমেন্ট প্রতি বর্গফুট ১৩.০০ টাকা ১ম তলা (নীচতলা) ও ২য় তলা প্রতি বর্গফুট ১৮.০০ টাকা, ৩য় তলা ও ৪র্থ তলা প্রতি বর্গফুট ১৬.০০ টাকা, এবং ৫ম তলা ও ৬ষ্ঠ তলা প্রতি বর্গফুট ১৪.০০ টাকা হারে এবং ৭ম তলা হতে তদূর্ধ্ব ১৪.০০ হারে নির্ধারিত। এই ভাড়া মার্কেট চালু হওয়ার ১ম বছর পর পুনঃ নির্ধারন করা হবে। পরবর্তীতে প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর ভাড়া পুনঃ নির্ধারন করা হবে।
- ১৫। ১০ম ও ১১তম তলা ব্যবহারের জন্য প্রতি বর্গফুট সর্বোচ্চ দরদাতাকে ভাড়া দেয়া হবে। রাউন্ড এবাউট (গোল স্পেস) সমূহ ইজারা প্রদানের জন্য পূর্বে নির্ধারিত তলা ভিত্তিক ধার্যকৃত (প্রতি বর্গফুট স্পেসের) সালামীর ৪০% ছাড় দিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করা হবে।
- ১৬। নির্ধারিত মাসিক ভাড়া পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের রেভিনিউ শাখায় জমা দিতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে ১১ তারিখ হতে প্রতিদিনের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা হারে জরিমানা ভাড়ার পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদান/আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, জুন মাসের ভাড়া জুন মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ২৬ তারিখ হতে প্রতিদিনের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা হারে জরিমানা ভাড়া পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদান/আদায় করতে হবে।
- ১৭। প্রতিটি দোকানের জন্য পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার থাকবে যা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোম্পানীর মিটার ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক স্থাপন করতে হবে। মিটার অনুযায়ী ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে সরকার কর্তৃক ধার্য হারে বিদ্যুৎ বিল নিয়মিতভাবে টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে পরিশোধ করতে হবে। কোন কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের জন্য ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সংযোগ ফি প্রদান করতে হবে। ফুডকোর্টের জন্য গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ফি ও বিল পরিশোধ করতে হবে।
- ১৮। এয়ার কন্ডিশন, লিফট ও এ্যাসকালিটর, সিকিউরিটি ও গ্যাস (গ্যাস খাবারের দোকানের জন্য প্রয়োজ্য) স্থাপন করা হলে এর সার্ভিস চার্জ/মেরামত চার্জ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে বোর্ডের রেভিনিউ শাখায় জমা দিতে হবে। এখানে সার্ভিস চার্জ বলতে ম্যানেজমেন্ট, ক্লিনিং চার্জ, এসি চার্জ, সিকিউরিটি বিল এবং লিফটম্যান/এসকালিটর অপারেটরের বেতন বাবদ প্রদেয় অর্থকে বুঝাবে। দোকান বরাদ্দলাভকারী নিজ দায়িত্বে স্ব স্ব দোকানের পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) সরাসরি পরিশোধ করবেন।
- ১৯। মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স
- (১) ১ম তলা (গ্রাউন্ড ফ্লোর)- ঘড়ি, রেডিমেট গার্মেন্টস, স্যানিটারী, ক্রোকারিজ, ফার্মেসী, স্টেশনারী, হার্ডওয়্যার।
- (২) ২য় তলা (ফাস্ট ফ্লোর)- শাড়ী, কসমেটিকস, রেডিমেট গার্মেন্টস, বুটিক, জুতা, ব্যাগ, লাইব্রেরী, খেলনা।
- (৩) ৩য় তলা (সেকেন্ড ফ্লোর)- খান কাপড়, টেইলার্স, শো-পিস, পাঞ্চগরী, স্টুডিও।
- (৪) ৪র্থ তলা (থার্ড ফ্লোর) - শাড়ী, বোরকা, মশারী, জুয়েলারী, চশমা, কসমেটিকস, সেলুন।

- (৫) ৫ম তলা (ফোর্থ ফ্লোর)- মোবাইল, মোবাইল সার্ভিসিং কম্পিউটার, কম্পিউটার সার্ভিসিং ।
- (৬) ৬ষ্ঠ তলা (ফিফথ ফ্লোর) ইলেক্ট্রনিক্স সামগী, সিডি-ডিভিডি, মিউজিক আইটেম ।
- (৭) ৭ম তলা (সিক্স ফ্লোর)- ইলেক্ট্রনিক্স সামগী, সিডি-ডিভিডি, অফিস স্পেস ।
- (৮) ৮ম তলা (সেভেনড ফ্লোর) ফুডকোর্ট ।
- (৯) ৯ম তলা (এইটথ ফ্লোর)- ফুডকোর্ট ।
- (১০) ১০ম তলা (নাইনথ ফ্লোর)- রেস্টুরেন্ট ।
- (১১) ১১তম তলা (টেনথ ফ্লোর)- রেস্টুরেন্ট ।
- ২০। মার্কেটের প্রত্যেক ফ্লোরে যে, যে ধরনের ব্যবসার জন্য নির্ধারিত সে ধরনের ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসা করা যাবে না ।
- ২১। মার্কেটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতাপণকে বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত হারে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করতে হবে ।
- ২২। দোকান ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ১৫(পনের) দিনের মধ্যে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বোর্ডের সংগে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিপত্র সম্পাদন করার পর দোকান/স্পেস হস্তান্তর হবে। হস্তান্তরের তারিখ হতে দোকান ভাড়া ও অন্যান্য ফি কার্যকর হবে ।
- ২৩। ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকানে কোন অসামাজিক/অবৈধ/সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক দোকান ইজারা/বরাদ্দ বাতিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা হবে ।
- ২৪। মার্কেটে ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকান হস্তান্তর/বিক্রয়ের পূর্বে অবশ্যই বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হস্তান্তর পূর্বানুমতি ফি ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ও উত্তরাধিকার/দান এর ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করতে হবে। নামজারী ফি বাবদ বিক্রয় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং দান/উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে ।
- ২৫। ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা বোর্ডের পূর্বানুমতি গ্রহণ ও ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে ভাড়া দিতে পারবেন। কিন্তু উপ-ভাড়া দেয়া যাবে না ।
- ২৬। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত নিরাপত্তা ছাড়পত্র ব্যতিরেকে অথবা সেনানিবাসের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ কোন ব্যক্তিকে দোকান ইজারা/বরাদ্দ/ভাড়া প্রদান করা যাবে না ।
- ২৭। যে কোন ডাক ও দরপত্র সিডিউল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ বাতিল করতে পারবে ।
- ২৮। মার্কেটের সকল ব্যবসায়ীকে স্ব স্ব ট্রেড/ধরন অনুযায়ী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে ।
- ২৯। মিরপুর ডিওএইচএস অফিস-কাম শপিং কমপ্লেক্স সামরিক কোটার (যা কর্তৃপক্ষের সুপারিশ মোতাবেক বরাদ্দ করা হবে) নির্ধারিত দোকানসমূহ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তলা ভিত্তিক প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের অর্ধেক সালামী প্রযোজ্য হবে। ধার্য সালামীর উপর সরকারী বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও উৎসেকর বরাদ্দগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে এবং অন্যান্য শর্তাবলী এই নীতিমালার আলোকে বাস্তবায়িত হবে ।
- ৩০। উক্ত মার্কেটের নির্মাণ কাজ শেষে বাস্তব পরিমাপ অনুযায়ী দোকানের আয়তনের হ্রাস/বৃদ্ধি হলে সেক্ষেত্রে মূল্য সমন্বয়/পরিশোধ করতে হবে। ফুডকোর্ট দোকান সংলগ্ন ওপেন স্পেস এর মূল্য আনুপাতিক হারে পরিশোধ করতে হবে ।
- ৩১। এই নীতিমালা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন মিরপুর ডিওএইচএস অফিস-কাম শপিং কমপ্লেক্স এর দোকান/স্পেস এর ক্ষেত্রে অনুমোদনের তারিখ হতে কার্যকর হবে ।
- ৫.১। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে ঢাকা সেনানিবাসস্থ মিরপুর ডিওএইচএস অফিস কাম শপিং কমপ্লেক্স এর দোকান বরাদ্দের নীতিমালাসহ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত অন্যান্য মার্কেটের দোকানসমূহ বরাদ্দ প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধনের নিমিত্তে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে কার্যবৃন্দপত্রটি ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদান করা হয় ।
- ৫.২। নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত নীতিমালা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় এবং তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নীতিমালা নিম্নরূপ:-

নীতিমালা

- ১। বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়মানুযায়ী 'ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট' দোকানসমূহ ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করবে ।
- ২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর মার্কেটসমূহের দোকান ৩০ (ত্রিশ) বছরের জন্য বিধি মোতাবেক নির্ধারিত ব্যবসা করার জন্য ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করা হবে ।
- ৩। প্রতিটি দোকান/স্পেস/ফ্লোর ৩০ (ত্রিশ) বছরের জন্য ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করা হবে, যা দরপত্র আহবান করে প্রকাশ্য নিলাম অথবা সিডিউল এর মাধ্যমে ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করা হবে ।
- ৪। প্রকাশ্যে নিলামে অংশ গ্রহণ এর জন্য নাম লিপিবদ্ধ জামানত বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার মূল্যের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট "ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট" এর অনুকূলে (ফেরতযোগ্য) জমা দিতে হবে এবং সিডিউল এর মূল্য ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) ।
- ৫। দোকান বরাদ্দের আবেদনপত্রের সংগে যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে "ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট" এর অনুকূলে প্রাথমিক জামানত হিসেবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দিতে হবে । যে সকল আবেদনকারীর আবেদন দোকান বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবে না তাদের জমাকৃত জামানত যথাসময়ে ফেরত দেয়া হবে ।

- ৬। আবেদনপত্রের সংগে ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার/ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক ও নাগরিকত্ব সনদপত্র, জন্ম সনদ বা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
- ৭। মার্কেটসমূহের দোকান ইজারা/বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রকাশ্য ডাক গ্রহণ বা সিডিউল দর গ্রহণ করার জন্য কমিটি গঠন করা হবে। গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দর যাচাই/বাছাই করে গ্রহণ/বাতিলের নিমিত্তে সুপারিশ/মন্তব্য প্রদান করবেন।
- ৮। ইজারা/বরাদ্দকৃত দোকানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইজারা/বরাদ্দগ্রহীতা-কে দোকান বরাদ্দের সময় প্রদত্ত সালামীর উপর ১০% অর্থ নবায়ন ফি হিসেবে বোর্ডে জমা প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) বছরের জন্য দোকান/স্পেস/ফ্লোর নবায়ন করা যাবে। এই নিয়মে পরবর্তী প্রতি ৩০ (ত্রিশ) বছর অন্তর অন্তর নবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ইতোপূর্বে ইজারাকৃত অন্যান্য দোকান/স্পেসের জন্যও একই নিয়ম প্রচলিত হবে।
- ৯। যে সকল আবেদনকারীর আবেদন দোকান বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবে তাদের প্রাথমিক বরাদ্দ প্রদানের পরবর্তী মাস থেকে দুই মাস পর পর সমান ০৮(আট) টি কিস্তিতে সর্বমোট সালামীর অর্থ ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা পরিশোধ করবে। কোন ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা, দুই কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং তিন কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিলম্ব ফি সহ কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে। ০৩ (তিন) কিস্তির তদুর্ধ্ব কিস্তির অর্থ সময়মত পরিশোধে ব্যর্থ হলে দোকান/স্পেস ইজারা/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে জমাকৃত প্রাথমিক জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং প্রদত্ত কিস্তির টাকার উপর ২০% কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা ফেরত দেয়া হবে।
- ১০। সর্বোচ্চ ডাককারী দোকান গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে। তবে এক বা একাধিক কিস্তি জমা দেয়ার পর পরবর্তী কিস্তি পরিশোধে অপরগতা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্তসহ কিস্তি হিসেবে জমাকৃত অর্থের ১০% কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেয়া হবে।
- ১১। দোকান/স্পেস ইজারা/বরাদ্দে জন্য পৃথক পৃথক ডাক ও সিডিউল বিক্রি করতে হবে এবং প্রত্যেক দোকানের জন্য আলাদাভাবে ডাক বা দর উল্লেখ করতে হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে দোকান ইজারা/বরাদ্দের জন্য প্রাথমিকভাবে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাইকৃত দর বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত কিস্তিতে সালামীর টাকা পরিশোধ করতে হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সমুদয় সালামীর টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে দোকান/স্পেস বুঝিয়ে দেয়া হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন দোকানের দর অনুমোদন করা না হলে তার জমাকৃত জামানতসহ সমুদয় কিস্তির টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।
- ১২। সংশ্লিষ্ট মার্কেটের বেজমেন্ট (আন্ডার গ্রাউন্ড) ও ১ম তলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) প্রতি বর্গফুট স্পেসের জন্য কমপক্ষে ১৭,০০০/- (সতের হাজার) টাকা ও ২য় তলায় প্রতি বর্গফুট ১৬,০০০/- (ষোল হাজার) টাকা এবং ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলায় যথাক্রমে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা, ১৪,৫০০/- (চৌদ্দ হাজার পাঁচশত) টাকা, ১৪,০০০/- (চৌদ্দ হাজার) টাকা ও ৬ষ্ঠ তলা হতে তদুর্ধ্ব ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা সর্বনিম্ন দর ধার্য করা হলো। উদ্ধৃত দরের উপর সরকারী বিধি মোতাবেক আয়কর-ভ্যাট প্রদেয় হবে। ৮ম ও ৯ম তলার ফুডকোন্টের দোকানের সামনে সকলের ব্যবহারযোগ্য স্থান (প্রতি তলায় ২০০৮ বর্গফুট) দাখিলকৃত দোকানের বিপরীতে আনুপাতিক হারে বিভাজন করা হবে। উক্ত স্থানের দর সর্বনিম্ন (১২,০০০/- টাকা) প্রদত্ত দরের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রতি বর্গফুট ৩,০০০/- টাকা হারে প্রদান করতে হবে (তালিকা সংযুক্ত)।
- ১৩। একই দোকান/স্পেস এর জন্য একাধিক দরদাতার দর একই হলে লটারীর মাধ্যমে তা নির্ধারণ হবে।
- ১৪। অনুমোদিত ইজারা/বরাদ্দকৃত দোকানের মাসিক ভাড়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মার্কেটের বেজমেন্ট প্রতি বর্গফুট ১৩.০০ টাকা ১ম তলা (নীচতলা) ও ২য় তলা প্রতি বর্গফুট ১৮.০০ টাকা, ৩য় তলা ও ৪র্থ তলা প্রতি বর্গফুট ১৬.০০ টাকা, এবং ৫ম তলা ও ৬ষ্ঠ তলা প্রতি বর্গফুট ১৪.০০ টাকা হারে এবং ৭ম তলা হতে তদুর্ধ্ব ১৪.০০ হারে নির্ধারিত। এই ভাড়া মার্কেট চালু হওয়ার ১ম বছর পর পুনঃ নির্ধারন করা হবে। পরবর্তীতে প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর ভাড়া পুনঃ নির্ধারন করা হবে।
- ১৫। ১০ম ও ১১তম তলা ব্যবহারের জন্য প্রতি বর্গফুট সর্বোচ্চ দরদাতাকে ভাড়া দেয়া হবে। রাউন্ড এবাউট (গোল স্পেস) সমূহ ইজারা প্রদানের জন্য পূর্বে নির্ধারিত তলা ভিত্তিক ধার্যকৃত (প্রতি বর্গফুট স্পেসের) সালামীর ৪০% ছাড় দিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করা হবে।
- ১৬। নির্ধারিত মাসিক ভাড়া পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের রেভিনিউ শাখায় জমা দিতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে ১১ তারিখ হতে প্রতিদিনের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা হারে জরিমানা ভাড়ার পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদান/আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, জুন মাসের ভাড়া জুন মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ২৬ তারিখ হতে প্রতিদিনের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা হারে জরিমানা ভাড়া পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদান/আদায় করতে হবে।
- ১৭। প্রতিটি দোকানের জন্য পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার থাকবে যা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোম্পানীর মিটার ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক স্থাপন করতে হবে। মিটার অনুযায়ী ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে সরকার কর্তৃক ধার্য হারে বিদ্যুৎ বিল নিয়মিতভাবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে পরিশোধ করতে হবে। কোন কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের জন্য ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সংযোগ ফি প্রদান করতে হবে। ফুডকোন্টের জন্য গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ফি ও বিল পরিশোধ করতে হবে।

- ১৮। এয়ার কন্ডিশন, লিফট ও এ্যাসকালেন্টর, সিকিউরিটি ও গ্যাস (গ্যাস খাবারের দোকানের জন্য প্রয়োজ্য) স্থাপন করা হলে এর সার্ভিস চার্জ/মেরামত চার্জ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে বোর্ডের রেভিনিউ শাখায় জমা দিতে হবে। এখানে সার্ভিস চার্জ বলতে ম্যানেজমেন্ট, ক্লিনিং চার্জ, এসি চার্জ, সিকিউরিটি বিল এবং লিফটম্যান/এসকালেন্টর অপারেটরের বেতন বাবদ প্রদেয় অর্থকে বুঝাবে। দোকান বরাদ্দলাভকারী নিজ দায়িত্বে স্ব স্ব দোকানের পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) সরাসরি পরিশোধ করবেন।
- ১৯। মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স
- (১) ১ম তলা (গ্রাউন্ড ফ্লোর)- ঘড়ি, রেডিমেট গার্মেন্টস, স্যানিটারী, ক্রোকারিজ, ফার্মেসী, স্টেশনারী, হার্ডওয়্যার।
 - (২) ২য় তলা (ফাস্ট ফ্লোর)- শাড়ী, কসমেটিকস, রেডিমেট গার্মেন্টস, বুটিক, জুতা, ব্যাগ, লাইব্রেরী, খেলনা।
 - (৩) ৩য় তলা (সেকেন্ড ফ্লোর)- খান কাপড়, টেইলার্স, শো-পিস, পাঞ্চবী, স্টুডিও।
 - (৪) ৪র্থ তলা (থার্ড ফ্লোর) - শাড়ী, বোরকা, মশারী, জুয়েলারী, চশমা, কসমেটিকস, সেলুন।
 - (৫) ৫ম তলা (ফোর্থ ফ্লোর)- মোবাইল, মোবাইল সার্ভিসিং কম্পিউটার, কম্পিউটার সার্ভিসিং।
 - (৬) ৬ষ্ঠ তলা (ফিফথ ফ্লোর) ইলেক্ট্রনিক্স সামগী, সিডি-ডিভিডি, মিউজিক আইটেম।
 - (৭) ৭ম তলা (সিক্স ফ্লোর)- ইলেক্ট্রনিক্স সামগী, সিডি-ডিভিডি, অফিস স্পেস।
 - (৮) ৮ম তলা (সেভেনথ ফ্লোর) ফুডকোর্ট।
 - (৯) ৯ম তলা (এইটথ ফ্লোর)- ফুডকোর্ট।
 - (১০) ১০ম তলা (নাইনথ ফ্লোর)- রেস্টুরেন্ট।
 - (১১) ১১তম তলা (টেনথ ফ্লোর)- রেস্টুরেন্ট।
- ২০। মার্কেটের প্রত্যেক ফ্লোরে যে, যে ধরনের ব্যবসার জন্য নির্ধারিত সে ধরনের ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসা করা যাবে না।
- ২১। মার্কেটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত হারে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করতে হবে।
- ২২। দোকান ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ১৫(পনের) দিনের মধ্যে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বোর্ডের সংগে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিপত্র সম্পাদন করার পর দোকান/স্পেস হস্তান্তর হবে। হস্তান্তরের তারিখ হতে দোকান ভাড়া ও অন্যান্য ফি কার্যকর হবে।
- ২৩। ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকানে কোন অসামাজিক/অবৈধ/সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক দোকান ইজারা/বরাদ্দ বাতিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা হবে।
- ২৪। মার্কেটে ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকান হস্তান্তর/বিক্রয়ের পূর্বে অবশ্যই বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হস্তান্তর পূর্বনুমতি ফি ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ও উত্তরাধিকার/দান এর ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করতে হবে। নামজারী ফি বাবদ বিক্রয় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং দান/উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে।
- ২৫। ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা বোর্ডের পূর্বনুমতি গ্রহণ ও ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে ভাড়া দিতে পারবেন। কিন্তু উপ-ভাড়া দেয়া যাবে না।
- ২৬। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত নিরাপত্তা ছাড়পত্র ব্যতিরেকে অথবা সেনানিবাসের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ কোন ব্যক্তিকে দোকান ইজারা/বরাদ্দ/ভাড়া প্রদান করা যাবে না।
- ২৭। যে কোন ডাক ও দরপত্র সিডিউল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ বাতিল করতে পারবে।
- ২৮। মার্কেটের সকল ব্যবসায়ীকে স্ব স্ব ট্রেড/ধরন অনুযায়ী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ২৯। মিরপুর ডিওএইচএস অফিস-কাম শপিং কমপ্লেক্স সামরিক কোটার (যা কর্তৃপক্ষের সুপারিশ মোতাবেক বরাদ্দ করা হবে) নির্ধারিত দোকানসমূহ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তলা ভিত্তিক প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের অর্ধেক সালামী প্রয়োজ্য হবে। ধার্য সালামীর উপর সরকারী বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও উৎসেকর বরাদ্দগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে এবং অন্যান্য শর্তাবলী এই নীতিমালার আলোকে বাস্তবায়িত হবে।
- ৩০। উক্ত মার্কেটের নির্মাণ কাজ শেষে বাস্তব পরিমাপ অনুযায়ী দোকানের আয়তনের হ্রাস/বৃদ্ধি হলে সেক্ষেত্রে মূল্য সমন্বয়/পরিশোধ করতে হবে। ফুডকোর্ট দোকান সংলগ্ন ওপেন স্পেস এর মূল্য আনুপাতিক হারে পরিশোধ করতে হবে।
- ৩১। এই নীতিমালা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন মিরপুর ডিওএইচএস অফিস-কাম শপিং কমপ্লেক্স এর দোকান/স্পেস এর ক্ষেত্রে অনুমোদনের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

উক্ত নীতিমালা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৬: ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় চলাচলের জন্য রিকশা লাইসেন্স এবং রিকশা ভাড়া নিধারণ প্রসংগে।

আলোচনা : ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় চলাচলের জন্য লাল রঙের হুড ও রিকশা চালকদের জন্য হলুদ রঙের কটিসহ ৫০০টি রিকশা লাইসেন্সের অনুমোদন প্রদান করা হয়। রিকশা লাইসেন্স সীমিত করার পর থেকেই রিকশা ভাড়া পূর্বের তুলনায় অধিক হারে আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে রিকশা মালিক ও চালকদের গুনানী গ্রহণ করে জানা যায় যে, মালিকগণ রিকশার দৈনিক ভাড়া ২০০/- (দুই শত) টাকা হারে আদায় করার কারণে যাত্রীদের নিকট হতে অধিক হারে ভাড়া আদায় করা হয়। সম্প্রতি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ইস্যুকৃত রিকশা লাইসেন্স এর মালিকদেরকে রিকশা চালকদের নিকট হতে দৈনিক সর্বোচ্চ ৮০/- (আশি) টাকা হারে জমা আদায়ের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সিদ্ধান্ত :

বিস্তারিত আলোচনান্তে সেনানিবাসে রিকশা চলাচল সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলোঃ-

- (ক) ঢাকা সেনানিবাসে চলাচলের জন্য রিকশা ভাড়া নির্ধারণ করে প্রতিটি স্টপেজে প্রকাশ্যে বুলিয়ে রাখতে হবে;
- (খ) ভাড়ার হার নির্ধারণের তারিখ হতে দৈনিক রিকশার জমা হিসেবে রিকশা মালিকগণ রিকশা চালকদের নিকট হতে সর্বোচ্চ ১০০/- (একশত) টাকা আদায় করতে পারবেন;
- (গ) সেনানিবাসে চলাচলরত অবৈধ রিকশা ও ব্যাটারি চালিত অটো মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে জব্দকরত: আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- (ঘ) নির্ধারিত হারে রিকশা ভাড়া আদায় ও যে কোন গন্তব্যে চলাচল নিশ্চিত করার জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও মিলিটারী পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আলোচ্য বিষয়-৭:

রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের মেয়াদোত্তীর্ণ দোকান পুন:বরাদ্দ প্রসংগে।

আলোচনা :

প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের বিভিন্ন ব্লকে মোট ২৬৬ টি দোকান ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে। রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে মেয়াদোত্তীর্ণ দোকানসমূহে দীর্ঘ মেয়াদে পুন:বরাদ্দ প্রদান না করে এখন হতে মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে ইতোমধ্যে মার্কেটের বিভিন্ন ব্লকের মোট ৫৭ টি দোকানের সালামীর টাকা মাসিক ভিত্তিতে দোকান ভাড়ার সাথে আদায় করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত :

রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের নিম্নবর্ণিত ২৬৬টি দোকান নতুন মার্কেট নির্মাণ কাজ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত নামের পার্শ্বে বর্ণিত নিম্নবর্ণিত হারে মাসিক ভাড়ায় ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্রঃ নং	দোকান নম্বর	বরাদ্দলাভকারী/নামজারীসূত্রে মালিকের নাম	বিদ্যমান মাসিক ভাড়া	বার্ষিক ২৫,০০০/- টাকা হারে মাসিক সালামীর পরিমাণ	পুন: নির্ধারিত মাসিক ভাড়া
১.	পাকা/সিঁড়ি/১ (উত্তর)	মিসেস নিলুফার ইয়াসমিন	৭২৮/-	২,০৮৪/-	২৮১২/-
২.	পাকা/সিঁড়ি/১ (দক্ষিণ)	জনাব শেখ মতিউর রহমান	৭২৮/-	২,০৮৪/-	২৮১২/-
৩.	এ/১৩	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৪.	এ/১৩-১	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৫.	এ/২৫	জনাব সঞ্জয় পারিয়াল	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৬.	এ/৪০	হাবিঃ মোঃ আলমগীর হোসেন	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৭.	এ/৫৭	জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান ও মিসেস শাহানা হান্নান	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৮.	এ/৫৮	মিসেস আনোয়ারা বেগম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৯.	এ/৫৯	সুবেঃ সৈয়দ আহসান	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
১০.	এ/৬৫	জনাব মোঃ এস আহমেদ	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
১১.	এ/৬৮	সুঃ মোঃ নূরুল হক	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
১২.	এ/৭০	নাঃ সুবেঃ আঃ কাশেম সরদার	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
১৩.	এ/৭৮	জনাব মোঃ শাহ আলম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
১৪.	এ/৭৯	নাঃ শাহজাহান	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
১৫.	এ/৯৩	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
১৬.	এ/১০২	সুবেঃ মেজর আঃ খালেক	৮৪৪/-	২,০৮৪/-	২৯২৮/-
১৭.	এ/১০৯	হাবিঃ মোঃ নান্নু মিয়া	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
১৮.	এ/১১৬	হাবিঃ মোঃ শামসুল হক	৮৪৪/-	২,০৮৪/-	২৯২৮/-
১৯.	এ/১১৮	সিঃ ওয়াঃ অফিঃ নূরুল হক ভূইয়া	৮৪৪/-	২,০৮৪/-	২৯২৮/-
২০.	এ/১১৯	সুবেঃ আঃ মতিন	৮৪৪/-	২,০৮৪/-	২৯২৮/-
২১.	এ/১২০	সিপাহী মকবুল হোসেন	৮৪৪/-	২,০৮৪/-	২৯২৮/-
২২.	এ/১৩০	ব্রিগেঃ জেনাঃ আঃ মান্নান ভূইয়া	৮৪৪/-	২,০৮৪/-	২৯২৮/-
২৩.	এ/১৩২	জনাব মোঃ রুহুল আমিন	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
২৪.	এ/১৩৩	নাঃ ফরিদ মিয়া	৮৪৪/-	২,০৮৪/-	২৯২৮/-
২৫.	এ/১৩৯	অনাঃ ক্যাঃ সাইয়েদুল হক	৮৪৪/-	২,০৮৪/-	২৯২৮/-
২৬.	এ/১৪১	সুবেঃ মোঃ শফিকুর রহমান	৮৪৪/-	২,০৮৪/-	২৯২৮/-
২৭.	এ/১৪৫	ফ্লাই সার্জেন্ট মোঃ ইব্রাহিম আজাদ	৮৪৪/-	২,০৮৪/-	২৯২৮/-
২৮.	এ/১৪৬	অনাঃ লেঃ ওসমান গণি	৮৪৪/-	২,০৮৪/-	২৯২৮/-
২৯.	এ/১৪৭	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মোল্লা	৮৪৪/-	২,০৮৪/-	২৯২৮/-
৩০.	এ/১৪৮	সুবেঃ মেজর মোঃ ইব্রাহিম, বিবি (অবঃ)	৮৪৪/-	২,০৮৪/-	২৯২৮/-
৩১.	এ/১৫০	মাঃ ওয়াঃ অফিসার আব্দুল মান্নান	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৩২.	এ/১৫১	আলেয়া সালাম বেবী	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৩৩.	এ/১৫২	মিসেস রোকেয়া বেগম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৩৪.	এ/১৫৩	সুবেঃ মেজর জয়নাল আবেদীন	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-

পাতা#৮

৩৫.	এ/১৫৬	ক্যাঃ মোঃ গোলাম সরোয়ার	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৩৬.	এ/১৫৭	সিপাহী মোঃ ইদ্রিস আলী	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৩৭.	এ/১৫৮	ল্যাঃ নাঃ রেজাউল মনির	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৩৮.	এ/১৫৯	সুবেঃ মোস্তাক আহমেদ	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৩৯.	এ/১৬০	নাঃ সুবেঃ আঃ কাশেম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৪০.	এ/১৬১	ফ্লাই সার্জেন্ট বরজুক আলী (অবঃ)	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৪১.	এ/১৬২	সিপাহী আলী আকবর পাঠান	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৪২.	এ/১৬৪	মেজর শেখ মুজিবুর রহমান (অবঃ)	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৪৩.	এ/১৬৬	মোসাঃ সেলিনা বেগম আশিয়া	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৪৪.	বি/১২	জনাব আমিনুল ইসলাম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৪৫.	বি/১৩	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক মোল্লা	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৪৬.	বি/২০	সুবেঃ কে এম আজিজুল হক (অবঃ)	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৪৭.	বি/৪১	মিসেস আমিনুর নেছা	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৪৮.	বি/৪২	বেগম হাসিনা বেগম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৪৯.	বি/৪৩	অনাঃ ক্যাপঃ রুহুল আমিন (অবঃ)	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৫০.	বি/৪৪	হাবিলদার মোঃ শাহজাহান খান	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৫১.	বি/৪৫	মিসেস রহিমা খাতুন	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৫২.	বি/৫৮	নাঃ সুবেঃ হামিদুল ইসলাম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৫৩.	বি/৫৯	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৫৪.	বি/৬০	মিসেস ফিরোজা বেগম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৫৫.	বি/৬৩	নায়েক মোঃ নুরুল ইসলাম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৫৬.	বি/৬৪	মিসেস হাসিনা বেগম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৫৭.	সি-১৯৯	মৃত সুবেঃ মেজর মুসলেহ উদ্দিন সিদ্দিকী	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৫৮.	সি-২০০	হাবিঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৫৯.	সি-২০১	নাঃ সুবেঃ এম এ আজিজ	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৬০.	সি-২০২	নাঃ আঃ মালেক খলিফা	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৬১.	সি-২০৩	হাবিঃ মোঃ মতিউর রহমান	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৬২.	সি-২০৪	সুবেঃ আঃ মান্নান (অবঃ)	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৬৩.	সি-২০৫	জনাব মোরশেদ আলম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৬৪.	সি-২০৬	মিসেস রিজিয়া বেগম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৬৫.	সি-২০৭	মিসেস বিবি কুলসুম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৬৬.	সি-২০৮	সুবেঃ মেজর জালাল উদ্দিন	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৬৭.	সি-২০৯	স্যাপার আঃ আজিজ	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৬৮.	সি-২১০	জনাব নেছার উদ্দিন আহমেদ	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৬৯.	সি-২১১	নাঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৭০.	সি-২১২	সুবেঃ মেজর আঃ মজিদ	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৭১.	সি-২১৩	জনাব মোঃ খালিলুর রহমান	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৭২.	সি-২১৪	হাবিঃ মোঃ আঃ মজিদ বিশ্বাস	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৭৩.	সি-২১৫	নাঃ শেখ মজিবুর রহমান	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৭৪.	সি-২১৬	সুবেঃ মেজর জামাল উদ্দিন আহমেদ	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৭৫.	সি-২১৭	অনাঃ ক্যাঃ আঃ ফাতিহা	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৭৬.	সি-২১৮	হাবিঃ নুরুল ইসলাম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৭৭.	সি-২১৯	নাঃ আবু নাসের	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৭৮.	সি-২২০	সুবেঃ এবিএম মোজাহার উদ্দিন সরদার	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৭৯.	সি-২২১	লেঃ কর্ণেল এ কে এম মফিজুল ইসলাম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৮০.	সি-২২২	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৮১.	সি-২২৩	মেজর গোলাম মোস্তফা (মরহুম)	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৮২.	সি-২২৪	জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৮৩.	সি-২২৫	জনাব মোঃ বাদল মিয়া	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৮৪.	সি-২২৬	ওয়াঃ অফিঃ জহির উদ্দিন মাহমুদ	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৮৫.	সি-২২৭	মেজর (অবঃ) আবু মোঃ মোস্তাফা আজিজ	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
৮৬.	ডি-৮১/১ (অস্থায়ী)	এম এ মনসুর আলী	১৪৭৮/-	২,০৮৪/-	৩৫৬২/-
৮৭.	ডি-৮১/২ (অস্থায়ী)	এ এইচ এম শাহজাহান	১৪৭৮/-	২,০৮৪/-	৩৫৬২/-
৮৮.	ডি/৮১/৩ (অস্থায়ী)	জনাব মোঃ আবুল বাশার	১৪৭৮/-	২,০৮৪/-	৩৫৬২/-
৮৯.	ডি/৮৯ (অস্থায়ী)	জনাব মোঃ ইফতিয়ার রহমান	৪৮০/-	২,০৮৪/-	২৫৬৪/-
৯০.	পুকুরপাড়/৩১	মোঃ রুহুল আমিন	২১৬০/-	২,০৮৪/-	৪২৪৪/-
৯১.	বেকারী-৮/৯	জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ শের-ই জামান	৭২০০/-	২,০৮৪/-	৯২৮৪/-
৯২.	বেকারী-৮/১০	জনাব নূর মোহাম্মদ খান	৭২০০/-	২,০৮৪/-	৯২৮৪/-
৯৩.	বেকারী-৮/১১	জনাব কেরামত আলী	১২০০০/-	২,০৮৪/-	১৪০৮৪/-
৯৪.	বেকারী-৮/১২	জনাব মোঃ রাজ্জাক গাজী	১২০০০/-	২,০৮৪/-	১৪০৮৪/-
৯৫.	বেকারী-৮/১৩	জনাব মোঃ ইউনুস আলী হাওলাদার	৩৬০০/-	২,০৮৪/-	৫৬৮৪/-

পাতা#৯

৯৬.	বেকারী-৮/১৪	জনাব মোঃ মতিউর রহমান	২১৬০/-	২,০৮৪/-	৪২৪৪/-
৯৭.	বেকারী-৮/১৫	জনাব মোঃ নুরুল আমিন	২১৬০/-	২,০৮৪/-	৪২৪৪/-
৯৮.	বেকারী-৮/১৬	জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার	২১৬০/-	২,০৮৪/-	৪২৪৪/-
৯৯.	বেকারী-৮/১৭	জনাব মোঃ লাল মিয়া	২১৬০/-	২,০৮৪/-	৪২৪৪/-
১০০.	বেকারী-৮/১৮	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	২১৬০/-	২,০৮৪/-	৪২৪৪/-
১০১.	বেকারী-৮/১৯	জনাব সিরাজ সরদার	২১৬০/-	২,০৮৪/-	৪২৪৪/-
১০২.	বেকারী-৮/২০	কহিনুর বেগম	২১৬০/-	২,০৮৪/-	৪২৪৪/-
১০৩.	বেকারী-৮/২১	জনাব মোঃ চান মিয়া	২১৬০/-	২,০৮৪/-	৪২৪৪/-
১০৪.	বেকারী-৮/২২	জনাব মোঃ মিলন শেখ	২১৬০/-	২,০৮৪/-	৪২৪৪/-
১০৫.	বেকারী-৮/২৩	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	২১৬০/-	২,০৮৪/-	৪২৪৪/-
১০৬.	দেশী/০১	জনাব মোঃ ইসমাইল	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১০৭.	দেশী/০২	জনাব মোঃ ইমরান হোসেন	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১০৮.	দেশী/০৩	জনাব মোঃ আঃ রব	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১০৯.	দেশী/০৪	জনাব মোঃ সান্তার মেম্বার	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১১০.	দেশী/০৫	বেগম হোসনে আরা বেগম	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১১১.	দেশী/০৬	জনাব মোঃ শাহ আলম	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১১২.	দেশী/০৭	মিসেস রহিমা আকতার	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১১৩.	দেশী/০৮	জনাব মোঃ আনিছুর রহমান	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১১৪.	দেশী/০৯	জনাব মোঃ শাহ আলম	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১১৫.	দেশী/১০	জনাব মোঃ আজিম উদ্দিন	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১১৬.	দেশী/১১	জনাব মোঃ কাইয়ুম	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১১৭.	দেশী/১২	জনাব মোঃ রুহুল আমিন	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১১৮.	দেশী/১৩	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১১৯.	দেশী/১৪	জনাব মোঃ ফজলুল হক মুখা	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১২০.	দেশী/১৫	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১২১.	দেশী/১৬	জনাব মোঃ কামাল হোসেন	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১২২.	দেশী/১৭	জনাব মোঃ নূর মোহাম্মদ হীরা	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১২৩.	দেশী/১৮	হাজী মোঃ মোতাহার হোসেন	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১২৪.	দেশী/১৯	জনাব মোঃ মনির	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১২৫.	দেশী/২০	জনাব মোঃ বাবু আহমেদ	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১২৬.	দেশী/২১	জনাব মোঃ বাবু আহমেদ	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১২৭.	দেশী/২২	জনাব মোঃ তোতা মুখা	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১২৮.	দেশী/২৩	জনাব মোঃ তোতা মুখা	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১২৯.	দেশী/২৪	জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৩০.	দেশী/২৫	জনাব মোঃ শাহীন মিয়া	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৩১.	দেশী/২৬	জনাব মোঃ আঃ গনি	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৩২.	দেশী/২৭	মিসেস হাফিজা আকতার	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৩৩.	দেশী/২৮	জনাব মোঃ বাসেত খান	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৩৪.	দেশী/২৯	জনাব মোঃ শাহজাহান	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৩৫.	দেশী/৩০	জনাব মোঃ ফজল আহমেদ	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৩৬.	দেশী/৩১	সুফিয়া খলিল	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৩৭.	দেশী/৩২	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৩৮.	দেশী/৩৩	জনাব মোঃ আবুল হোসেন	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৩৯.	দেশী/৩৪	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৪০.	দেশী/৩৫	জনাব মোঃ আজারুজ্জামান	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৪১.	দেশী/৩৬	জনাব মোঃ মনিরুল রহমান	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৪২.	দেশী/৩৭	জনাব মোঃ মাসীন	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৪৩.	দেশী/৩৮	জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৪৪.	দেশী/৩৯	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৪৫.	দেশী/৪০	জনাব মোঃ রুহুল আমিন মিলন	৬৯০/-	২,০৮৪/-	২৭৭৪/-
১৪৬.	ব্রয়লার/০১	মিসেস তাহের খাতুন	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৪৭.	ব্রয়লার/০২	সাজেন্ট মোঃ মোর্শেদ আলম	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৪৮.	ব্রয়লার/০৩	জনাব মোঃ খালেদ নোমান	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৪৯.	ব্রয়লার/০৪	জনাব মোঃ রহুল আমিন	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৫০.	ব্রয়লার/০৫	জনাব মোঃ আমির হোসেন	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৫১.	ব্রয়লার/০৬	জনাব মোঃ আবুর বাসার	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৫২.	ব্রয়লার/০৭	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৫৩.	ব্রয়লার/০৮	জনাব মোঃ শরিফুল আলম	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৫৪.	ব্রয়লার/০৯	জনাব মোঃ আব বকর সিদ্দিক	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৫৫.	ব্রয়লার/১০	হাজী মোঃ আবুল কালাম	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৫৬.	ব্রয়লার/১১	জনাব মোঃ আবুল হাসনাত	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-



পাতা#১০

১৫৭.	ব্রয়লার/১২	জনাব মোঃ বাকের হোসেন	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৫৮.	ব্রয়লার/১৩	জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৫৯.	ব্রয়লার/১৪	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, মামুন তালুকদার	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৬০.	ব্রয়লার/১৫	জনাব মোঃ ইমাম হোসেন ইমন	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৬১.	ব্রয়লার/১৬	জনাব মোঃ মনির হোসেন	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৬২.	ব্রয়লার/১৭	জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৬৩.	ব্রয়লার/১৮	সাজেন্ট মোঃ আঃ হাকিম মোল্লা (অবঃ)	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৬৪.	ব্রয়লার/১৯	জনাব মোঃ সজল আহমেদ	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৬৫.	ব্রয়লার/২০	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৬৬.	ব্রয়লার/২১	জনাব মোঃ আবুল হোসেম	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৬৭.	ব্রয়লার/২২	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ পাটোয়ারী	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৬৮.	ব্রয়লার/২৩	জনাব মোঃ ইসমাইল	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৬৯.	ব্রয়লার/২৪	মোসাঃ কামরুন নাহার	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৭০.	ব্রয়লার/২৫	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৭১.	ব্রয়লার/২৬	জনাব মোঃ আকিল হোসেন	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৭২.	ব্রয়লার/২৭	জনাব মোঃ মোতালেব মুন্সি	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৭৩.	ব্রয়লার/২৮	জনাব মোঃ কাঞ্চন শাহ	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৭৪.	ব্রয়লার/২৯	জনাব মোঃ আঃ রেজ্জাক পাটোয়ারী	৯৬০/-	২,০৮৪/-	৩০৪৪/-
১৭৫.	জবাই খানা/০১	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	৬২৫/-	৮৩৩/-	১৪৫৮/-
১৭৬.	জবাই খানা/০২	জনাব মোঃ সাইফুর ইসলাম	৬২৫/-	৮৩৩/-	১৪৫৮/-
১৭৭.	জবাই খানা/০৫	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম	৬২৫/-	৮৩৩/-	১৪৫৮/-
১৭৮.	জবাই খানা/০৬	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন	৬২৫/-	৮৩৩/-	১৪৫৮/-
১৭৯.	জবাই খানা/০৯	জনাব মোঃ এ বি এম সিদ্দিক	৬২৫/-	৮৩৩/-	১৪৫৮/-
১৮০.	জবাই খানা/১২	জনাব মোঃ জিয়াউল আমিন	৬২৫/-	৮৩৩/-	১৪৫৮/-
১৮১.	জবাই খানা/১৫	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন বেপারী	৬২৫/-	৮৩৩/-	১৪৫৮/-
১৮২.	জবাই খানা/১৬	জনাব শাহ্ মোঃ মানিক	৬২৫/-	৮৩৩/-	১৪৫৮/-
১৮৩.	ফল/০১	মিসেস জান্নাত আরা বেগম	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৮৪.	ফল/০২	জনাব মোঃ নবী ইউসুফ খান	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৮৫.	ফল/০৩	জনাব মোঃ শাহ আলম	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৮৬.	ফল/০৪	জনাব মোঃ দিলদার আহমেদ	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৮৭.	ফল/০৫	জনাব মোঃ রহমত উল্লাহ	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৮৮.	ফল/০৬	মেজর ফেরদৌসী চৌঃ	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৮৯.	ফল/০৭	মিসেস হোসেনে আরা রহমান	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৯০.	ফল/০৮	জনাব মোঃ মাহাবুবুল আলম	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৯১.	ফল/০৯	মোসাঃ পারভীন আক্তার	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৯২.	ফল/১০	হাজী মোঃ আয়ুব খান	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৯৩.	ডি়ম/১১	জনাব মোঃ সিরাজ মিয়া	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৯৪.	ডি়ম/১২	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৯৫.	ডি়ম/১৩	জনাব আলফাত আলী	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৯৬.	ডি়ম/১৪	জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৯৭.	ডি়ম/১৫	জনাব মোঃ সালামত উলাহ	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৯৮.	মুরগী/১৬	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
১৯৯.	মুরগী/১৭	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২০০.	মুরগী/১৮	জনাব মোঃ সোবহান মিয়া	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২০১.	মুরগী/১৯	জনাব মোঃ আঃ কাদের	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২০২.	মুরগী/২০	জনাব মোঃ রহমত আলী	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২০৩.	মুরগী/২৫	মিসেস পেয়ারা বেগম	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২০৪.	মুরগী/২৬	মোঃ আঃ বাছেত	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২০৫.	মুরগী/২৭	মোঃ এসহাক আকন্দ	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২০৬.	মুরগী/২৮	মোসাঃ মাহবুবা আকতার	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২০৭.	মুরগী/২৩	মোঃ মাহবুবুর রহমান	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২০৮.	মুরগী/২৪	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২০৯.	মুরগী/২৯	জনাব মোঃ আবুল হাসেন	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২১০.	হাড্ডিপাতিল/২১	জনাব মোঃ মাল্লান খান	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২১১.	হাড্ডিপাতিল/২২	মোঃ হাফিজ উদ্দিন	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২১২.	হাড্ডিপাতিল/৩০	মিসেস সেলিনা আক্তার	৫৬০/-	২,০৮৪/-	২৬৪৪/-
২১৩.	কর্মকার-১৩/১	জনাব মোঃ সিরাজ মিয়া	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২১৪.	কর্মকার-১৩/২	জনাব মোঃ আব্দুল কাদের	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২১৫.	কর্মকার-১৩/৩	জনাব মোঃ আমিন উল্লাহ	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২১৬.	কর্মকার-১৩/৪	জনাব মোঃ মোজাফফর হোসেন	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২১৭.	কর্মকার-১৩/৫	শ্রী মনিন্দ্র চন্দ্র কর্মকার	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-

২১৮.	কর্মকার-১৩/৬	শ্রী মনিতোষ চন্দ্র কর্মকার	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২১৯.	কর্মকার-১৩/৭	মেজর মিজান উদ্দিন (অবঃ)	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২২০.	কর্মকার-১৩/৮	জনাব মোঃ আব্দুল করিম	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২২১.	কর্মকার-১৩/৯	জনাব মোঃ আব্দুল গনি মোল্লা	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২২২.	কর্মকার-১৩/১০	জনাব মোঃ একরামুল হক	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২২৩.	কর্মকার-১৩/১১	জনাব মোঃ বেলাল উদ্দিন	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২২৪.	কর্মকার-১৩/১৩	শ্রী নীল কমল কর্মকার	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২২৫.	কর্মকার-১৩/১৪	জনাব মোঃ মোজ্জার হোসেন	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২২৬.	কর্মকার-১৩/১৫	জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২২৭.	কর্মকার-১৩/১৬	জনাব শাহ মোঃ মানিক	১৮০০/-	২,০৮৪/-	৩৮৮৪/-
২২৮.	মাছের আড়ৎ-১	জনাব মোঃ সওয়ার ঢালী	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২২৯.	মাছের আড়ৎ-২	জনাব মোল্লা বাবুল	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৩০.	মাছের আড়ৎ-৩	জনাব মোঃ হায়দার	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৩১.	মাছের আড়ৎ-৪	জনাব মোঃ সিরাজ বেপারী	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৩২.	মাছের আড়ৎ-৫	জনাব মোঃ সোহেল	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৩৩.	মাছের আড়ৎ-৬	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৩৪.	মাছের আড়ৎ-৭	জনাব মোঃ আমির আলী	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৩৫.	মাছের আড়ৎ-৮	জনাব কাশেম দেওয়ান	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৩৬.	মাছের আড়ৎ-৯	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৩৭.	মাছের আড়ৎ-১০	জনাব মোঃ দুদু মিয়া	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৩৮.	মাছের আড়ৎ-১১	জনাব মোঃ বাবুল ঢালী	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৩৯.	মাছের আড়ৎ-১২	জনাব মোঃ আব্বাস আলী	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৪০.	মাছের আড়ৎ-১৩	জনাব মোঃ আব্বাস উদ্দিন আহমেদ	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৪১.	মাছের আড়ৎ-১৪	জনাব মোঃ বাদল সরকার	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৪২.	মাছের আড়ৎ-১৫	জনাব মোঃ রতন মিয়া	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৪৩.	মাছের আড়ৎ-১৬	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৪৪.	মাছের আড়ৎ-১৭	মিসেস আনোয়ারা বেগম	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৪৫.	মাছের আড়ৎ-১৮	জনাব মোঃ রবিউল	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৪৬.	মাছের আড়ৎ-১৯	জনাব মোঃ রফিক	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৪৭.	মাছের আড়ৎ-২০	জনাব মোঃ সালামত	৭৮২/-	২,০৮৪/-	২৮৬৬/-
২৪৮.	৫/এ	জনাব মোঃ হামিদ সিকদার	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
২৪৯.	৫/বি	বেগম শাহনাজ আলম	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
২৫০.	৫/সি	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম পিন্টু	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
২৫১.	৫/ডি	জনাব নির্মল গোস্বামী	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
২৫২.	৫/ই	মিসেস হনুফা রবানী	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
২৫৩.	৫/কে	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	১৯৮০/-	২,০৮৪/-	৪০৬৪/-
২৫৪.	৫/এল	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন	১৯৮০/-	২,০৮৪/-	৪০৬৪/-
২৫৫.	৫/এম	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	২০৪০/-	২,০৮৪/-	৪১২৫/-
২৫৬.	৫/এফ	জনাব মোঃ শাহীন মোল্লা	১৯৪৪/-	২,০৮৪/-	৪০২৮/-
২৫৭.	৫/জি	মোঃ শাহীন মাহমুদ	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
২৫৮.	৫/এইচ	জনাব মোঃ বাকী বিল্লাহ সিকদার	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
২৫৯.	৫/আই	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
২৬০.	৫/জে	জনাব মোঃ আবুল হোসেন	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
২৬১.	১৬/১-এ	শাহীন মাহমুদ	১৬৬৩/-	২,০৮৪/-	৩৭৪৭/-
২৬২.	১৬/১-বি	মেজর মোঃ হানিফ উদ্দিন শেখ	১৬৬৩/-	২,০৮৪/-	৩৭৪৭/-
২৬৩.	২৬/বি	জনাব মোঃ নায়েব আলী	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
২৬৪.	২৮/এ	মেজর (অবঃ) মোঃ নূর হোসেন	১২৯৬/-	২,০৮৪/-	৩৩৮০/-
২৬৫.	৮১/৪	জনাব মোঃ সোহেল	১৫৭৬/-	২,০৮৪/-	৩৬৬০/-
২৬৬.	১৯০/এ	জনাব মোঃ দিদার আলম	১০২৭/-	২,০৮৪/-	৩১১১/-

আলোচ্য বিষয়-৮: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২৩/বি নং প্লট সংলগ্ন খালি জায়গায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২৩/বি নং প্লট সংলগ্ন বেশ কিছু খালি জায়গা অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। উক্ত স্থানটি বোর্ডের দখলে আনা না হলে যে কোন সময় বেদখল হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। উক্ত স্থানে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের একটি স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২৩/বি নং প্লট সংলগ্ন খালি জায়গায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। মূল্যানুমান ও নকশা প্রস্তুত করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৯: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা এবং কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকায় পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান ও ট্রেড লাইসেন্স প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট ও কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে দোকান/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, আয়তন, হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স ও হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য ২৭ অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-২ এর মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকায় ৫৯৮টি ভবনের মধ্যে ২৫টি বাণিজ্যিক ভবন এবং ৯৭টি আবাসিক ভবনে ১৮৭টি দোকান আছে, যাদের মধ্যে মাত্র ৪২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স আছে। রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের ১০৯৪টি দোকানের মধ্যে ৭৫০টি দোকানের ট্রেড লাইসেন্স আছে এবং অবশিষ্ট ৩৪৪টি দোকান ট্রেড লাইসেন্স ব্যতিরেকে ব্যবসা পরিচালনা করছে।

সিদ্ধান্ত : কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার গৃহকর (Holding Tax) সরেজমিন পরিদর্শন করে পূর্ণ:মূল্যায়ন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। যে সকল আবাসিক ভবনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে তাদের নিকট হতে ট্রেড লাইসেন্স ফি এবং বিধি মোতাবেক ট্যাক্স ধার্য করতে হবে। ৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ এর মধ্যে ট্রেড লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-১০: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বে সিএস দাগ নং-৩১২ তে ০৪(চার) তলা বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণের নিমিত্ত ২,৪২,৩৭,০০০/- (দুই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার) টাকার মূল্যানুমান ও নকশা অনুমোদন, মার্কেটে দোকান বরাদ্দ নীতিমালা এবং দোকান বরাদ্দ কমিটি সুপারিশের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত। উক্ত মার্কেট নির্মাণের যাবতীয় ব্যয় দোকান বরাদ্দের সালামী বাবদ প্রাপ্ত আয় দ্বারা সংকুলান করা হবে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত একাধিক সদস্য সভাকে অবহিত করেন যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বে থাই গার্ডেন সংলগ্ন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের 'সি' শ্রেণীভুক্ত ০.০৫৪৪ একর জমি অনেক দিন ধরে অবৈধ দখলে ছিল। উক্ত জমি প্রতিরক্ষা বিভাগের অনুকূলে ৩২/১৯৪৯-৫০ নং এলএ কেস এর মাধ্যমে হুকুম দখল করা হয়। পরবর্তীতে মহানগর জরিপে দাগ নং-৪১৫৩-তে ০.০১৬২৮ এক জমি মৃত ছালামত উল্লাহ মোল্লা এবং মৃত মনোয়ারা বেগমের নামে রেকর্ড হয়। অতঃপর ৪২-ক ধারা মতে চার্জ অফিসার জনাব মোঃ শামসুল আবেদীন কর্তৃক শুনানী গ্রহণ করতঃ কাগজাদি যাচায়াতে উক্ত মহানগর জরিপে দাগ নং-৪১৫৩-তে ০.০১৬২৮ একর জমির মধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগীয় মালিকানাধীন দাবীকৃত ০.০৫৪৪ একর জমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রেকর্ড ভুক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৯/৯/২০০৭ তারিখে প্রম-রীট/১১৬/২০০৭/ডি-২১/৮১৭ নং পত্র মারফত মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রার কর্তৃক ১৬/৮/২০০৭ তারিখে স্বাক্ষরিত রীট পিটিশন নং-৫০৮০/২০০৭ এর একখানা সমন পাওয়া যায়। উক্ত মোকদ্দমার বাদী কর্তৃক সিএস-৩১৩ দাগের জমির মালিকানা দাবী করা হয়েছে। কাজেই সিএস-৩১২ নং দাগের জমিতে আদালতের কোন বিধি নিষেধ নেই। এব্যাপারে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আইন উপদেষ্টা বেগম রেজিনা মাহমুদ ৭/১২/২০১৬ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবী সিএস ৩১২ দাগের সম্পত্তি যার উপর মাননীয় উচ্চ আদালতে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে বিবাদীদের বারিত করেন নাই সেহেতু সিএস-৩১২ দাগের সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ বা কোন রূপ নির্মাণ কার্য পরিচালনা করার বিষয়ে আইনগত কোন বাধা নাই মর্মে ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার বরাবর লিখিত মতামত প্রদান করেছেন। সেপ্রেক্ষিতে ৮/১২/২০১৬ তারিখে সিএস ৩১২ দাগের দখলী ০.০৫৪৪ একর জমি দখলমুক্ত করে টিনদ্বারা ঘেরাও করে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে আনা হয়েছে। উক্ত জমি খালী অবস্থায় থাকলে যে কোন সময় পুনরায় বেদখল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই উক্ত জমির দখল রক্ষা করা এবং একই সাথে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জমিতে কিছু পাকা দোকান নির্মাণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাকে আরও অবহিত করা হয় যে, ইতিমধ্যে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে মৌখিকভাবে পরামর্শক্রমে সংশ্লিষ্ট জায়গায় কিছু দোকান/মার্কেট নির্মাণ করে নির্মিতব্য মার্কেটের দোকান ইজারা/বরাদ্দ/ভাড়া প্রদানের নিমিত্তে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে মিনিটশীটের মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে কমিটি গঠন করা হয়েছে :-

- | | | | |
|-----|--|----|--------|
| (১) | মেজর সাব্বির আহমেদ সিদ্দিকী
এসএসও-২, স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস। | -- | সভাপতি |
| (২) | ১× প্রতিনিধি, এমইও, কেন্দ্রীয় সার্কেল
ঢাকা সেনানিবাস। | -- | সদস্য |
| (৩) | জনাব মোঃ আলম খান
নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। | -- | সদস্য |
| (৪) | জনাব মোঃ আবুল বাশার মিয়া
হিসাব রক্ষণ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। | -- | সদস্য |
| (৫) | কাজী মোঃ পেয়ার
রেভিনিউ অফিসার (অঃদাঃ), ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। | -- | সদস্য |

উক্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত নীতিমালা নিম্নরূপঃ-

নীতিমালা

- ১। বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়মানুযায়ী 'ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট' দোকানসমূহ ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করবে।
- ২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বে থাই গার্ডেন সংলগ্ন মার্কেটের নির্মিতব্য দোকান ১০ (দশ) বছরের জন্য বিধি মোতাবেক ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করা হবে এবং তা প্রতি ১০(দশ) বছর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য।
- ৩। প্রতিটি দোকান/স্পেস/ফ্লোর প্রথমে ১০(দশ) বছরের জন্য ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করা হবে, যা দরপত্র আহবান করে ইজারা/বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি সিডিউল এর মূল্য ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য)।
- ৪। দোকান বরাদ্দের আবেদনপত্রের সংগে যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে "ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট" এর অনুকূলে প্রাথমিক জামানত হিসেবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দিতে হবে। যে সকল আবেদনকারীর আবেদন দোকান বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবে না তাদের জমাকৃত জামানত যথাসময়ে ফেরত দেয়া হবে।
- ৫। আবেদনপত্রের সংগে ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার/ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক ও নাগরিকত্ব সনদপত্র, অথবা জন্ম সনদ বা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
- ৬। মার্কেটসমূহের দোকান ইজারা/বরাদ্দ প্রদানের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে। গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দর যাচাই/বাছাই করে দরপত্র গ্রহণ/বাতিলের নিমিত্তে সুপারিশ/মন্তব্য প্রদান করবেন।
- ৭। ইজারা/বরাদ্দকৃত দোকানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ২য় পক্ষ অর্থাৎ ইজারা গ্রহীতা সম্মত থাকলে/আবেদন করলে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক দোকান বরাদ্দের সময় প্রদত্ত মোট সালামীর উপর ১০% অর্থ নবায়ন ফি বোর্ডে জমা প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী ১০(দশ) বছরের জন্য দোকান/স্পেস/ফ্লোর নবায়ন করা যাবে। এই নিয়মে পরবর্তী প্রতি ১০(দশ) বছর অন্তর অন্তর নবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ২য় পক্ষ সম্মত থাকলে বা আবেদন করলে ১ম পক্ষ অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন ক্রমেই তা না করতে পারবে না। তবে সরকার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বিশেষ প্রয়োজনে বরাদ্দকৃত দোকানের ইজারা বাতিল করা যাবে এবং দোকানের প্রদত্ত সালামী আনুপাতিক হারে ইজারা গ্রহীতাকে ফেরত প্রদান করা হবে।
- ৮। সংশ্লিষ্ট মার্কেটের দোকানসমূহ ইজারা প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারা প্রদান করা হবে। সর্বোচ্চ দর প্রদানকারী/আবেদনকারী দোকান বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবে তাদের দাখিলকৃত দর চূড়ান্ত অনুমোদনের পর ১৫(পনের) দিনের মধ্যে অর্ধেক টাকা এবং পরবর্তী ০১(এক) মাস অন্তর অন্তর সমান ০৩(তিন) কিস্তিতে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করতে হবে। কোন ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা, দুই কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং তিন কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিলম্ব ফি সহ কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে জমাকৃত প্রাথমিক জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং জমাকৃত কিস্তির টাকার উপর ১০% কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা ২ (দুই) বছর পরে ফেরত দেয়া হবে।
- ৯। সর্বোচ্চ ডাককারী দোকান গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে। তবে এক বা একাধিক কিস্তি জমা দেয়ার পর পরবর্তী কিস্তি পরিশোধে অপরগতা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্তসহ কিস্তি হিসেবে জমাকৃত অর্থের ১০% কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ২ (দুই) বছর পরে ফেরত দেয়া হবে।
- ১০। দোকান/স্পেস ইজারা/বরাদ্দে জন্য পৃথক পৃথক ডাক ও সিডিউল ত্রয় করতে হবে এবং প্রত্যেক দোকানের জন্য আলাদাভাবে দর উল্লেখ করতে হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে দোকান ইজারা/বরাদ্দের জন্য প্রাথমিকভাবে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাইকৃত দর বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত কিস্তিতে সালামীর টাকা পরিশোধ করতে হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সালামীর সমুদয় টাকা এবং বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও উৎসে আয়কর পরিশোধ সাপেক্ষে দোকান/স্পেস বুঝিয়ে দেয়া হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন দোকানের দর অনুমোদন করা না হলে তার জমাকৃত জামানতসহ সমুদয় কিস্তির টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।
- ১১। সংশ্লিষ্ট মার্কেটের দোকান/স্পেস দরপত্র দাখিলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতাকে বরাদ্দ/ইজারা/ভাড়া প্রদান করা হবে। উদ্ধৃত দরের উপর সরকারী বিধি মোতাবেক আয়কর ও ভ্যাট প্রদেয় হবে।
- ১২। একই দোকান/স্পেস এর জন্য একাধিক দরদাতার দর একই হলে উভয়ের সম্মতিক্রমে লটারীর মাধ্যমে তা নির্ধারণ হবে। উক্ত সিদ্ধান্ত উভয়েই অসম্মতি জ্ঞাপন করলে তা পুনরায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হবে।
- ১৩। অনুমোদিত ইজারা/বরাদ্দকৃত দোকানের মাসিক ভাড়া ১ম তলা ও ২য় তলা প্রতি বর্গফুট ১২.০০(বার) টাকা, ৩য় ও ৪র্থ তলা প্রতি বর্গফুট ১০.০০(দশ) টাকা হারে নির্ধারিত। উল্লেখ্য যে, প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর দোকান ভাড়া পুনঃ নির্ধারণ করা হবে।
- ১৪। নির্ধারিত মাসিক ভাড়া পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে বোর্ডের রেভিনিউ শাখায় জমা দিতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে ১১ তারিখ হতে প্রতিদিনের জন্য ৫ (পাঁচ টাকা) হারে জরিমানা ভাড়ার পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদান/আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, জুন মাসের ভাড়া জুন মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ২৬ তারিখ হতে প্রতিদিনের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা হারে জরিমানা ভাড়ার পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদান/আদায় করতে হবে।

- ১৫। প্রতিটি দোকানের জন্য পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার থাকবে যা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোম্পানীর মিটার ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক স্থাপন করতে হবে। মিটার অনুযায়ী ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে সরকার কর্তৃক ধার্য হারে বিদ্যুৎ বিল নিয়মিতভাবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে পরিশোধ করতে হবে। কোন কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের জন্য ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সংযোগ ফি প্রদান করতে হবে।
- ১৬। মার্কেটের সকল ব্যবসায়ীকে ব্যবসার ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ১৭। মার্কেটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত হারে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করতে হবে।
- ১৮। দোকান ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ১৫(পনের) দিনের মধ্যে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বোর্ডের সংগে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিপত্র সম্পাদন করার পর দোকান/স্পেস হস্তান্তর হবে। হস্তান্তরের তারিখ হতে দোকান ভাড়া ও অন্যান্য ফি কার্যকর হবে এবং চুক্তিপত্র করার ব্যয় ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক বহন করতে হবে।
- ১৯। ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকানে কোন অসামাজিক/অবৈধ/সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক দোকান ইজারা/বরাদ্দ বাতিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা হবে।
- ২০। মার্কেটে ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকান হস্তান্তর/বিক্রয়ের পূর্বে অবশ্যই বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হস্তান্তর পূর্বানুমতি ফি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ও উত্তরাধিকার/দান এর ক্ষেত্রে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে। নামজারী ফি বাবদ বিক্রয় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং দান/উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে।
- ২১। ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা বোর্ডের পূর্বানুমতি গ্রহণ ও ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে বরাদ্দকৃত দোকান ভাড়া দিতে পারবেন। ইজারাকৃত দোকান ঘর কোন অবস্থাতেই আংশিক হস্তান্তর/আংশিক ভাড়া/উপ-ভাড়া দেয়া যাবে না। ইজারা দাতার (১ম পক্ষ) পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ইজারা গ্রহীতা (২য় পক্ষ) দোকানের কোন প্রকার পরিবর্তন/পরিবর্ধন বা সংশোধন করতে পারবেন না। ইজারা দাতার অনুমিত গ্রহণ পূর্বক ইজারা গ্রহীতা নিজ ব্যয়ে যাবতীয় মেরামত কাজ করতে পারবেন। বরাদ্দলাভকারী নিজ দায়িত্বে স্ব স্ব দোকানের পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সরাসরি পরিশোধ করবেন।
- ২২। উক্ত মার্কেটের নির্মাণ কাজ শেষে বাস্তব পরিমাপ অনুযায়ী দোকানের আয়তনের হ্রাস/বৃদ্ধি হলে সেক্ষেত্রে মূল্য সমন্বয়/পরিশোধ করতে হবে।
- ২৩। এই নীতিমালা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বের থাই গার্ডেন সংলগ্ন মার্কেটের দোকান/স্পেস এর ক্ষেত্রে অনুমোদনের তারিখ হতে কার্যকর হবে।
- ২৪। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন ডাক ও দরপত্র সিডিউল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ বাতিল করতে পারবে।

সিদ্ধান্ত :

- ১০.১। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্ব থাই গার্ডেন সংলগ্ন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের 'সি' শ্রেণীভুক্ত ০.০৫৪৪ একর জমিতে মার্কেট নির্মাণের নিমিত্তে গত ১৮/১২/২০১৬ইং তারিখে মিনিট শিটের মাধ্যমে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটির ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- ১০.২। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্ব সিএস দাগ নং-৩১২ তে ০৪(চার) তলা বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণের নিমিত্ত ২,৪২,৩৭,০০০/- (দুই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার) টাকার মূল্যানুমান ও নকশা অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় দোকান বরাদ্দের সালামী হতে সংকুলান করতে হবে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।
- ১০.৩। সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে নির্মিতব্য মার্কেটে দোকান ইজারা/বরাদ্দ/ভাড়া প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুমোদন করা হলো :-

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্ব থাই গার্ডেন সংলগ্ন মার্কেটের দোকান ইজারা/বরাদ্দ/ভাড়া প্রদানের নীতিমালা ৪

- ১। বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়মানুযায়ী 'ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট' দোকানসমূহ ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করবে।
- ২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্ব থাই গার্ডেন সংলগ্ন মার্কেটের নির্মিতব্য দোকান ১০ (দশ) বছরের জন্য বিধি মোতাবেক ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করা হবে এবং তা প্রতি ১০(দশ) বছর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য।
- ৩। প্রতিটি দোকান/স্পেস/ফ্লোর প্রথমে ১০(দশ) বছরের জন্য ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করা হবে, যা দরপত্র আহ্বান করে ইজারা/বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি সিডিউল এর মূল্য ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য)।

- ৪। দোকান বরাদ্দের আবেদনপত্রের সংগে যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে “ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট” এর অনুকূলে প্রাথমিক জামানত হিসেবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দিতে হবে। যে সকল আবেদনকারীর আবেদন দোকান বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবে না তাদের জমাকৃত জামানত যথাসময়ে ফেরত দেয়া হবে।
- ৫। আবেদনপত্রের সংগে ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার/ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক ও নাগরিকত্ব সনদপত্র, অথবা জন্ম সনদ বা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
- ৬। মার্কেটসমূহের দোকান ইজারা/বরাদ্দ প্রদানের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে। গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দর যাচাই/বাছাই করে দরপত্র গ্রহণ/বাতিলের নিমিত্তে সুপারিশ/মন্তব্য প্রদান করবেন।
- ৭। ইজারা/বরাদ্দকৃত দোকানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ২য় পক্ষ অর্থাৎ ইজারা গ্রহীতা সম্মত থাকলে/আবেদন করলে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক দোকান বরাদ্দের সময় প্রদত্ত মোট সালামীর উপর ১০% অর্থ নবায়ন ফি বোর্ডে জমা প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী ১০(দশ) বছরের জন্য দোকান/স্পেস/ফ্লোর নবায়ন করা যাবে। এই নিয়মে পরবর্তী প্রতি ১০(দশ) বছর অন্তর অন্তর নবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ২য় পক্ষ সম্মত থাকলে বা আবেদন করলে ১ম পক্ষ অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন ক্রমেই তা না করতে পারবে না। তবে সরকার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বিশেষ প্রয়োজনে বরাদ্দকৃত দোকানের ইজারা বাতিল করা যাবে এবং দোকানের প্রদত্ত সালামী আনুপাতিক হারে ইজারা গ্রহীতাকে ফেরত প্রদান করা হবে।
- ৮। সংশ্লিষ্ট মার্কেটের দোকানসমূহ ইজারা প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারা প্রদান করা হবে। সর্বোচ্চ দর প্রদানকারী/আবেদনকারী দোকান বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবে তাদের দাখিলকৃত দর চূড়ান্ত অনুমোদনের পর ১৫(পনের) দিনের মধ্যে অর্ধেক টাকা এবং পরবর্তী ০১(এক) মাস অন্তর অন্তর সমান ০৩(তিন) কিস্তিতে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করতে হবে। কোন ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা, দুই কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং তিন কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিলম্ব ফি সহ কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে জমাকৃত প্রাথমিক জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং জমাকৃত কিস্তির টাকার উপর ১০% কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা ২ (দুই) বছর পরে ফেরত দেয়া হবে।
- ৯। সর্বোচ্চ ডাককারী দোকান গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে। তবে এক বা একাধিক কিস্তি জমা দেয়ার পর পরবর্তী কিস্তি পরিশোধে অপরগতা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্তসহ কিস্তি হিসেবে জমাকৃত অর্থের ১০% কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ২ (দুই) বছর পরে ফেরত দেয়া হবে।
- ১০। দোকান/স্পেস ইজারা/বরাদ্দে জন্য পৃথক পৃথক ডাক ও সিডিউল ত্রয় করতে হবে এবং প্রত্যেক দোকানের জন্য আলাদাভাবে দর উল্লেখ করতে হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে দোকান ইজারা/বরাদ্দের জন্য প্রাথমিকভাবে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাইকৃত দর বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত কিস্তিতে সালামীর টাকা পরিশোধ করতে হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সালামীর সমুদয় টাকা এবং বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও উৎসে আয়কর পরিশোধ সাপেক্ষে দোকান/স্পেস বুঝিয়ে দেয়া হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন দোকানের দর অনুমোদন করা না হলে তার জমাকৃত জামানতসহ সমুদয় কিস্তির টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।
- ১১। সংশ্লিষ্ট মার্কেটের দোকান/স্পেস দরপত্র দাখিলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতাকে বরাদ্দ/ইজারা/ভাড়া প্রদান করা হবে। উদ্ধৃত দরের উপর সরকারী বিধি মোতাবেক আয়কর ও ভ্যাট প্রদেয় হবে।
- ১২। একই দোকান/স্পেস এর জন্য একাধিক দরদাতার দর একই হলে উভয়ের সম্মতিক্রমে লটারীর মাধ্যমে তা নির্ধারণ হবে। উক্ত সিদ্ধান্ত উভয়েই অসম্মতি জ্ঞাপন করলে তা পুনরায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হবে।
- ১৩। অনুমোদিত ইজারা/বরাদ্দকৃত দোকানের মাসিক ভাড়া ১ম তলা ও ২য় তলা প্রতি বর্গফুট ১২.০০(বার) টাকা, ৩য় ও ৪র্থ তলা প্রতি বর্গফুট ১০.০০(দশ) টাকা হারে নির্ধারিত। উল্লেখ্য যে, প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর দোকান ভাড়া পুনঃ নির্ধারণ করা হবে।
- ১৪। নির্ধারিত মাসিক ভাড়া পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে বোর্ডের রেভিনিউ শাখায় জমা দিতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে ১১ তারিখ হতে প্রতিদিনের জন্য ৫ (পাঁচ টাকা) হারে জরিমানা ভাড়ার পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদান/আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, জুন মাসের ভাড়া জুন মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ২৬ তারিখ হতে প্রতিদিনের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা হারে জরিমানা ভাড়ার পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদান/আদায় করতে হবে।
- ১৫। প্রতিটি দোকানের জন্য পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার থাকবে যা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোম্পানীর মিটার ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক স্থাপন করতে হবে। মিটার অনুযায়ী ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে সরকার কর্তৃক ধার্য হারে বিদ্যুৎ বিল নিয়মিতভাবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে পরিশোধ করতে হবে। কোন কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের জন্য ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সংযোগ ফি প্রদান করতে হবে।



- ১৬। মার্কেটের সকল ব্যবসায়ীকে ব্যবসার ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
 - ১৭। মার্কেটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত হারে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করতে হবে।
 - ১৮। দোকান ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ১৫(পনের) দিনের মধ্যে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বোর্ডের সংগে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিপত্র সম্পাদন করার পর দোকান/স্পেস হস্তান্তর হবে। হস্তান্তরের তারিখ হতে দোকান ভাড়া ও অন্যান্য ফি কার্যকর হবে এবং চুক্তিপত্র করার ব্যয় ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক বহন করতে হবে।
 - ১৯। ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকানে কোন অসামাজিক/অবৈধ/সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক দোকান ইজারা/বরাদ্দ বাতিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা হবে।
 - ২০। মার্কেটে ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকান হস্তান্তর/বিক্রয়ের পূর্বে অবশ্যই বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হস্তান্তর পূর্বানুমতি ফি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ও উত্তরাধিকার/দান এর ক্ষেত্রে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে। নামজারী ফি বাবদ বিক্রয় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং দান/উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে।
 - ২১। ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা বোর্ডের পূর্বানুমতি গ্রহণ ও ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে বরাদ্দকৃত দোকান ভাড়া দিতে পারবেন। ইজারাকৃত দোকান ঘর কোন অবস্থাতেই আংশিক হস্তান্তর/আংশিক ভাড়া/উপ-ভাড়া দেয়া যাবে না। ইজারা দাতার (১ম পক্ষ) পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ইজারা গ্রহীতা (২য় পক্ষ) দোকানের কোন প্রকার পরিবর্তন/পরিবর্ধন বা সংশোধন করতে পারবেন না। ইজারা দাতার অনুমিত গ্রহণ পূর্বক ইজারা গ্রহীতা নিজ ব্যয়ে যাবতীয় মেরামত কাজ করতে পারবেন। বরাদ্দলাভকারী নিজ দায়িত্বে স্ব স্ব দোকানের পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) সরাসরি পরিশোধ করবেন।
 - ২২। উক্ত মার্কেটের নির্মাণ কাজ শেষে বাস্তব পরিমাপ অনুযায়ী দোকানের আয়তনের হ্রাস/বৃদ্ধি হলে সেক্ষেত্রে মূল্য সমন্বয়/পরিশোধ করতে হবে।
 - ২৩। এই নীতিমালা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বের খাই গার্ডেন সংলগ্ন মার্কেটের দোকান/স্পেস এর ক্ষেত্রে অনুমোদনের তারিখ হতে কার্যকর হবে।
 - ২৪। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন ডাক ও দরপত্র সিডিউল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ বাতিল করতে পারবে।
- উক্ত নীতিমালা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-১১: ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর মাধ্যমে সেনানিবাসের ময়লা-আবর্জনা অপসারণের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাস, মিরপুর সেনানিবাস, ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা ও মিরপুর এলাকার দৈনন্দিন গৃহস্থালি বর্জ্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংগ্রহ করে মিরপুর সেনানিবাসের একটি ডাম্পিং এরিয়ায় ফেলা হয়। ঢাকা ও মিরপুর সেনানিবাসের কলেবর ও কার্যপরিধির সাথে সাথে জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়ায় দৈনিক যে পরিমাণ গৃহস্থালি বর্জ্য হচ্ছে তা ডাম্পিং করার জন্য বিদ্যমান ডাম্পিং গ্রাউন্ড যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। উপরন্তু দৈনিক প্রায় ৬০ (ষাট) টন বর্জ্য উল্লিখিত স্থানসমূহ হতে ট্রাকে করে দিনব্যাপী পরিবহন করার ফলে সন্নিহিত এলাকার নাগরিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরী করছে। এ সমস্যা নিরসনকল্পে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাদীনে ঢাকা ও মিরপুর সেনানিবাস এবং সংলগ্ন ৪টি ডিওএইচএস এর গৃহস্থালি বর্জ্য অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ০৯/৬/২০১৬ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৬৬১. ০৭.০০২.০১.০৯.০৬.১৬ নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। তৎক্ষণিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার ১৮/৮/২০১৬ তারিখের ৪৬.২০৭.০০০.১২.০০.০৫.১৯৭.২০১৬-১২৪(১) নং পত্রের মাধ্যমে টন প্রতি ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা সেবামূল্য পদান সাপেক্ষে বর্জ্য অপসারণের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা যেতে পারে মর্মে জানানো হয়েছে। ঢাকা সেনানিবাসের বর্জ্য অপসারণের নিমিত্তে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক চাহিদাকৃত অর্থ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক পরিশোধ করা সম্ভবপর নয় বিধায় সেনানিবাসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পয়ঃ অপসারণ কর আদায় করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সাথে একটি সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

আলোচ্য বিষয়-১২: ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিম্নবর্ণিত প্লট/ফ্ল্যাটসমূহ বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতি :

ক্র নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	বিক্রেতা/দাতা/ আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা এবং আবেদনের তারিখ	ক্রেতা/গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ডিজিএফআইএর ছাড়পত্র নম্বর ও তারিখ/ ডিক্লারেশন অব হেবা	মন্তব্য
১.	প্লট নং-৫৬, ফ্ল্যাট নং-৫/বি (৫ম তলা) রোড নং-৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	জনাব ইকবাল ইলিয়াছ সামী ও কানিজ ফাতেমা, বাড়ী নং-৫৬, ফ্ল্যাট নং-৭-বি, রোড নং-৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬ তারিখ- ০৩/১১/২০১৬	(১) ব্রিগেঃ জেনাঃ কাজী তৌফিকুল ইসলাম, পিতা- মরহুম কাজী নুরুল ইসলাম (২) ইসরাত জাহান চৌধুরী, পিতা-আমির আলী চৌধুরী বাড়ী নং- ৭৫, শহীদ মঙ্গল রোড, ঢাকা সেনানিবাস।	০১/১২/২০১৬ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০.০২ .১২১.০১.০৮.১২.১৬- ৩৪৩৬ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ২০৬০ বর্গফুট ০১ টি ফ্ল্যাট (নিচ তলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অধিভুক্ত/ অর্চিহিত জমিসহ) বার্ষিক গৃহকর ১১২৫০/- টাকা জুন, ২০১৬ পরিশোধ। অননুমোদিত নির্মাণ নেই। বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে আছে।

২.	প্লট নং-২৬, ফ্ল্যাট নং-৪/এ (৪র্থ তলা উত্তর-পূর্ব) রোড নং-৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	মিসেস গুলশান আরা চৌধুরী, স্বামী-সেলিম আহমেদ, বাড়ী নং-৪, রোড নং-১৩/এ, সেক্টর নং-৬, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা- ১২৩০। তারিখ- ১৮/১১/২০১৫	জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন, পিতা- মরহুম জগত আলী মন্ডল, বর্তমান ঠিকানা-বাড়ী নং-২৯, ফ্ল্যাট নং-৩/এ, রোড নং-৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	১৮/১০/২০১৬ তারিখের ২৩.০৫.৫০১.৩০০.১০.০২৯.০১.১৮.১০.১৬ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১০৯০ বর্গফুট ০১ টি ফ্ল্যাট (নিচ তলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অর্চিহিত জমিসহ) বার্ষিক গৃহকর ৯০০০/- টাকা জুন, ২০১৭ পরিশোধ। অননুমোদিত নির্মাণ নেই। বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখল নেই।
৩.	প্লট নং-৬৬/সি, ফ্ল্যাট নং-বি/২(৩য় তলা উত্তর পার্শ্ব), রোড নং-৬/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	প্রকৌশলী তানভিরুল হক প্রবাল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিল্ডিং ফর ফিউচার লিমিটেড, (মিসেস হাসিনা রহমত এর নিযুক্তীয় আম-মোজার), গগন শিরিষ (৩য় তলা) ৭৬ এবং ৭৬/১, পাছপথ, ঢাকা- ১২১৫। তারিখ ১৩/৬/২০১৫	জনাব মোঃ মুনতাসির মহিউদ্দিন, পিতা-মোঃ মহিউদ্দিন, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা-বাড়ী নং-১০৮, রোড নং-৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬	২০/১০/২০১৬ তারিখের ২৩.০৫.৫০১.৩০০.০৩.০২৯.০২.২০.১০.১৬ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ২২৭২.১২ বর্গফুট ০১ টি ফ্ল্যাট (নিচ তলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অর্চিহিত জমিসহ) বার্ষিক গৃহকর ১৫০০০/- টাকা জুন, ২০১৬ পরিশোধ। অননুমোদিত নির্মাণ নেই। বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে আছে।
৪.	প্লট নং-৬৬/সি, ফ্ল্যাট নং-বি/৩(৩য় তলা উত্তর পার্শ্ব), রোড নং-৬/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	প্রকৌশলী তানভিরুল হক প্রবাল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিল্ডিং ফর ফিউচার লিমিটেড, (মিসেস হাসিনা রহমত এর নিযুক্তীয় আম-মোজার), গগন শিরিষ (৩য় তলা) ৭৬ এবং ৭৬/১, পাছপথ, ঢাকা- ১২১৫। তারিখ ১৩/৬/২০১৫	জনাব জয়ন্ত নারায়ন চৌধুরী, পিতা-রথীন্দ্র নারায়ন চৌধুরী, বর্তমান ঠিকানা-বাড়ী নং-৩৯/সি, রোড নং-৫, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬	১৮/১২/২০১৬ তারিখের ২৩.০৫.৫০১.৩০০.১০.০২৯.০১.১৮.১২.১৬ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ২২৭২.১২ বর্গফুট ০১ টি ফ্ল্যাট (নিচ তলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অর্চিহিত জমিসহ) বার্ষিক গৃহকর ১৫০০০/- টাকা জুন, ২০১৬ পরিশোধ। অননুমোদিত নির্মাণ নেই। বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে আছে।
৫.	প্লট নং-৬৭/সি, ফ্ল্যাট নং-২/সি(২য় তলা দক্ষিণ পার্শ্ব), রোড নং-৬/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	(১)লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ মোস্তফা কামাল (২)ডাঃ আলী আসকার কোরেশী বাড়ী নং-৬৭/সি, রোড নং-৬/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। তারিখ-১৯/২/২০১৫	জনাব আব্দুল আলি খান পিতা-আব্দুল হাফিজ খান বাড়ী নং-৬৭/সি, রোড নং-৬/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	০১/৯/২০১৬ তারিখের ২৩.০৫.৫০১.৩০০.১০.০২৯.০১.০১.০৯.১৬ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৩২০ বর্গফুট ০১ টি ফ্ল্যাট (নিচ তলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অর্চিহিত জমিসহ) বার্ষিক গৃহকর ৯০০০/- টাকা জুন, ২০১৭ পরিশোধ। অননুমোদিত নির্মাণ নেই। বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে আছে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৬, ৬৬/সি ও ৬৭/সি নং প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে আছে এবং ২৬ নং প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই। যে সকল প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে আছে সে সকল প্লটে নির্মিত বাড়ীর কোন ফ্ল্যাট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমোদন প্রদান সমীচীন হবে না মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : ক্রমিক নং-২ এ উল্লেখিত ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২৬ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ৪/এ (৪র্থ তলা উত্তর-পূর্ব) নং ফ্ল্যাটটি প্রস্তাবিত ক্রেতার অনুকূলে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। অবশিষ্ট প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমির দখল ছাড়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-১৩: ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিম্নবর্ণিত প্লট/ফ্ল্যাট নামজারী :

ক্র নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা	গ্রহীতা/ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও আবেদনের তারিখ	ডিজিএফআইএর ছাড়পত্র /রেজিস্ট্রিকৃত হেবদলিলমূলে	বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতি পত্রের নং ও তারিখ	মন্তব্য
১.	প্লট নং-৪৬, ফ্ল্যাট নং-বি/৫ (৬ষ্ঠ তলা উত্তর-পূর্ব পার্শ্ব) রোড নং-১০ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	(১) লেঃ কর্ণেল মোঃ নুরুল হক (অবঃ), পিতা-মোঃ কালু মিয়া, (নিজ ও জনাব মোঃ আবু তারেক এর নিযুক্তীয় আম-মোজার) (২) জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসনাত, (৩) জনাব মোহাম্মদ সাজেদুল হক, (৪) ডাঃ সাবরিনা নূর সর্বপিতা-লেঃ কর্ণেল মোঃ নুরুল হক (অবঃ) বাড়ী নং-৪৬, রোড নং-১০, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	(১) রাসেল আহমেদ, পিতা-জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট (২) মুরাত জাহান, পিতা-মুরহুম মোঃ হাবিবুর রহমান বাড়ী নং-৬, লেক ড্রাইভ রোড, নিকঞ্জ-০১, খিলক্ষেত, ঢাকা। তারিখ-২০/১২/২০১৬	২৭/১১/২০১৬ তারিখের ২৩.০৫.৫০১.৩০০.১০.০২৯.০২.২৭.১১.১৬ নং পত্র।	৪/১২/২০১৬ তারিখের ঢাকাব্যো/ক্যাঃবাঃ এঃ/প্লট নং-৪৬/ফ্ল্যাট নং-বি/৫ (৬ষ্ঠ তলা উত্তর-পূর্ব পার্শ্ব)২৯ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ২২৬০ বর্গফুট (নিচ তলায় একটি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অর্চিহিত জমিসহ) উক্ত বাড়ীর বার্ষিক গৃহকর ১,৩৮,০০০/- টাকা জুন, ২০১৬ পরিশোধ। অননুমোদিত নির্মাণ নেই। বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখল নেই।

২.	প্লট নং-৭২ ফ্ল্যাট নং-সি/৫(৬ষ্ঠ তলা উত্তর-পূর্ব কোণ) রোড নং-৬ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	প্রকৌশলী মোঃ আতিকুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ, (জনাব শেখ হাসমত আলী গং এর নিযুক্তীয় আম-মোজার) ৬৯, মহাখালী আ/এ, ঢাকা-১২১২	মেজর মোঃ মাহবুবুল আলম, পিতা-মরহুম মোঃ ফজলুর রহমান, বাড়ী নং-৭২, ফ্ল্যাট নং-সি/৫, (৬ষ্ঠ তলা উত্তর-পূর্ব কোণ), রোড নং-৬, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। তারিখ-০৯/৫/২০১৬	১৩/১০/২০১০ তারিখের ১৩০০/৩০/৩১/নিরা পত্তা/১ নং পত্র।	০৮/১২/২০১০ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবা ৪৫৪/৭২/ফ্ল্যাট নং-৫-সি/২০ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৩৪৫ বর্গফুট (নিচ তলায় একটি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অর্চিহিত জমিসহ)। অননুমোদিত নির্মান নেই। বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে আছে।
৩.	প্লট নং-২৩/বি ফ্ল্যাট নং-৫০১(৫ম তলা) রোড নং-২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস	মোসাঃ শিরীন আক্তার স্বামী- মোঃ ইব্রাহিম খলিল (মিসেস ফজিলাতুন নেছা গজনবী এর নিযুক্তীয় আম-মোজার) বাড়ী নং-২৩/বি, ফ্ল্যাট নং-৫০১, রোড নং-২/এ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল, পিতা-মৃত মোঃ আবদুল ওয়াহেদ মোল্লা, বাড়ী নং-২৩/বি, ফ্ল্যাট নং-৫০১, রোড নং-২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস তারিখ-২৩/১০/২০১৬	০১/০৩/২০১৬ তারিখের ২৩.০৫.৫০১.৩০০. ১০.০২৯.০৪.০১.০ ৩.১৬ নং পত্র।	১৯৪/২০১৬ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবা ৪৫৪/প্লট নং-২৩/বি/ফ্ল্যাট নং-৫০১(৫ম তলা)/৩৭ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৩৭০ বর্গফুট (নিচ তলায় একটি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অর্চিহিত জমিসহ) উক্ত বাড়ীর বার্ষিক গৃহকর ৯০০০/- টাকা জুন, ২০১৬ পরিশোধ। অননুমোদিত নির্মান নেই। বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে আছে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার উপরোল্লিখিত ফ্ল্যাটসমূহ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসভার অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে সংশ্লিষ্ট ক্রেতাগণ ক্রয় করেছেন। কিন্তু ক্রমিক নং-২ ও ৩ এ উল্লেখিত ৭২ ও ২৩/বি নং প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে আছে।

সিদ্ধান্ত : ক্রমিক নং-১ এ উল্লেখিত ৪৬ নং প্লট নির্মিত বাড়ীর বি/৫(৬ষ্ঠ তলা উত্তর-পূর্ব পার্শ্ব) নং ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা (১) রাসেল আহমেদ, পিতা-জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট ও (২) নুসরাত জাহান, পিতা-মুরহুম মোঃ হাবিবুর রহমান এর নামে যৌথভাবে অবিভক্ত ও অর্চিহিত অবস্থায় নামজারীর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয়-১৪: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০১ নং রোডের ৯ নং প্লটে নির্মিত ৬ তলা বাড়ীর ৬ষ্ঠ তলার সি/৫ নং ফ্ল্যাটটি হেবা/দানের অনুমতির বিষয়ে জনাব জমশেদ চৌধুরী ২৭/১০/২০১৬ তারিখের আবেদন উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০১ নং রোডের ৯ নং প্লটে নির্মিত ০৬ তলা বাড়ীর মালিক জনাব জামশেদ চৌধুরী, পিতা-মৃত ডঃ মফিজ চৌধুরী। উক্ত প্লটে ডেভেলপার কর্তৃক ২০টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে। প্লট মালিকের মালিকানাধীন ৬ষ্ঠ তলার দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বের সি/৫ নং ফ্ল্যাটটি তাঁর বড় বোন মিসেস নিলুফার মঞ্জুর, স্বামী-সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, বাড়ী নং-১১৪/এ, রোড নং-১১৫, গুলশান আবাসিক এলাকা, গুলশান মডেল টাউন, ঢাকা-১২১২-কে হেবা/দানকারার অনুমতি চেয়ে ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত ফ্ল্যাটের বার্ষিক গৃহকর ১১,২৫০/- (এগার হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা জুন ২০১৭ পর্যন্ত পরিশোধ আছে।

সিদ্ধান্ত : বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে আছে কি না এবং অননুমোদিত নকশা মোতাবেক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে কি না, বিস্তারিত তথ্য জানার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-১৫: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৩০(ত্রিশ) বছর মেয়াদী ৯০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৮৯ ও ৯৪ নং প্লটের নামজারী প্রসঙ্গে।

আলোচনা : (ক) ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার সাবেক ৪ হালে ৮৯ নং শপ প্লট

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৯০০ বর্গফুট (১.২৫ কাঠা) বিশিষ্ট সাবেক-৪ হালে ৮৯ নং প্লটটি ২/৩/১৯৭৮ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে ২৯,০০০/-টাকা প্রিমিয়ামে হাজী সৈয়দ আলী খান এর নামে ১/৪/১৯৭৮ তারিখে হতে ৩০ বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত প্লটের বর্তমান রেকর্ডীয় মালিক মোঃ কাইয়ুম খান, পিতা-হাজী সৈয়দ আলী খান। ১৮/৮/ ২০০৯ তারিখে দাখিলকৃত হলফনামা/ঘোষণাপত্রে দেখা যায়, মোঃ কাইয়ুম খান গত ৮/২/২০০৮ তারিখে ইস্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি এক স্ত্রী-মিসেস মাজেদা পারভীন ও তিন কন্যা যথাক্রমে (১) সুমায়রা কাইয়ুম (তামান্না), (২) ফারিজা কাইয়ুম (ইভানা) ও (৩) নাফিজা কাইয়ুম (রিভানা)-কে ওয়ারিশান রেখে গেছেন। সংশ্লিষ্ট প্লটের ইজারা মেয়াদ ৩১/৩/২০০৮ সালে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। মোঃ কাইয়ুম খানের স্ত্রী মিসেস মাজেদা পারভীন গত ৩/১১/২০১৪ তারিখে ৮৯ নং প্লটের ইজারা মেয়াদ পরবর্তী ৩০ বছরের জন্য নবায়নের জন্য আবেদন করেন। আবেদনপত্রটি ০৫ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার ০৯ নং আলোচ্যসূচীতে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেঃ

“প্রস্তাবনাটির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে বিষয়টি আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।”

পরবর্তীতে মিসেস মাজেদা পারভীন ২৩/১২/২০১৫ তারিখে স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে সংশ্লিষ্ট প্লটের ইজারা মেয়াদ ৩০ বছর বৃদ্ধিসহ নামজারী করার জন্য আবেদন করেন। স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস ২৩/১২/২০১৫ তারিখের ৬০৪/১/এ নং পত্রে বিষয়টি বোর্ডসভায় এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। বিষয়টি ০৩ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার-১০ নং আলোচ্যবিষয়ে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড নামজারীর আবেদন অনুমোদনসহ উক্ত প্লটটি ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদে নবায়ন করা এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে অত্র দপ্তরের ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/৮৯/১৯৫ নং পত্রে মরহুম কাইয়ুম খানের স্ত্রী-মিসেস মাজেদা পারভীন ও তিন কন্যা যথাক্রমে (১) সুমায়রা কাইয়ুম (তামান্না), (২) ফারিজা কাইয়ুম (ইভানা) ও (৩) নাফিজা কাইয়ুম (রিভানা) এর নামে নামজারীর অনুমোদনসহ ০১ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদে নবায়নের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ১৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের ৭/এমএলএডসি/ঢাকা/৫০১/শা-৩/৩৭ নং পত্রের সাথে প্রাপ্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের ২৩.০০.০০০০.০৯০.৪১.৬২.১৬.২৯৮ নং পত্রে সাবেক ৪ হালে ৮৯ প্লটটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নামজারী করে বরাদ্দপত্রের কপিসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার সাবেক ৯ হালে ৯৪ নং শপ প্লট

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৯০০ বর্গফুট (১.২৫ কাঠা) বিশিষ্ট সাবেক-৯ হালে ৯৪ নং শপ প্লটটি ০১/০৪/১৯৭৮ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে ৩৪,০০০/-টাকা প্রিমিয়ামে জনাব মোঃ কাইয়ুম খানের এর নামে ১/৪/১৯৭৮ তারিখে হতে ৩০ বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত প্লটের বর্তমান রেকর্ডীয় মালিক মোঃ কাইয়ুম খান, পিতা-হাজী সৈয়দ আলী খান। ১৫/১/২০১৩ তারিখে দাখিলকৃত হলফনামা/ঘোষণা পত্রে দেখা যায়, মোঃ কাইয়ুম খান গত ৮/২/২০০৮ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি এক স্ত্রী-মিসেস মাজেদা পারভীন ও তিন কন্যা যথাক্রমে (১) সুমায়রা কাইয়ুম (তামান্না), (২) ফারিজা কাইয়ুম (ইভানা) ও (৩) নাফিজা কাইয়ুম (রিভানা) ওয়ারিশান রেখে গেছেন। সংশ্লিষ্ট প্লটের ইজারা মেয়াদ ৩১/৩/২০০৮ সালে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। মোঃ কাইয়ুম খানের স্ত্রী মিসেস মাজেদা পারভীন গত ৩/১১/২০১৪ তারিখে ৮৯ নং প্লটের ইজারা মেয়াদ পরবর্তী ৩০ বছরের জন্য নবায়নের জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনপত্রটি ০৫ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার ০৯ নং আলোচ্যসূচীতে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে :-

“প্রস্তাবনাটির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে বিষয়টি আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।”

পরবর্তীতে মিসেস মাজেদা পারভীন ৩০/১১/২০১৪ তারিখে সংশ্লিষ্ট প্লটের ইজারা মেয়াদ ৩০ বছর বৃদ্ধিসহ নামজারী করার জন্য আবেদন করেন। বিষয়টি ০৩ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার ১০ নং আলোচ্য বিষয়ে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড নামজারীর আবেদন অনুমোদনসহ উক্ত প্লটটি ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদে নবায়ন করা এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে অত্র দপ্তরের ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/৯৪/১৫১ নং পত্রে মরহুম কাইয়ুম খানের স্ত্রী-মিসেস মাজেদা পারভীন ও তিন কন্যা যথাক্রমে (১) সুমায়রা কাইয়ুম (তামান্না), (২) ফারিজা কাইয়ুম (ইভানা) ও (৩) নাফিজা কাইয়ুম (রিভানা) এর নামে নামজারীর অনুমোদনসহ ০১ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদে নবায়নের সর্বনয় অনুরোধ করা হয়। অতঃপর সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে ১৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের ৭/এমএলএডসি/ঢাকা/৫০১/শা-৩/৩৭ নং পত্রের সাথে প্রাপ্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের ২৩.০০.০০০০.০৯০.৪১.৬২.১৬.২৯৮ নং পত্রে সাবেক ৪ হালে ৯৪ প্লটটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নামজারী করে বরাদ্দপত্রের কপিসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের ২৩.০০.০০০০.০৯০.৪১.৬২.১৬.২৯৮ নং পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৮৯ ও ৯৪ নং প্লট দুটি উত্তরাধিকারীদের নামে নামজারী করে ইজারা নবায়নের স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয়-১৬: রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল হারুন আহমেদ চৌধুরী এর মালিকানাধীন মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ১৪২ নং বাড়ীর হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ এর আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ১৪২ নং বাড়ীর মালিক রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল(অবঃ) হারুন আহমেদ চৌধুরী, বীর উত্তম। তিনি রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের, স্থানীয় সরকার বিভাগ সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা এর গেজেটসহ উক্ত বাড়ীর বার্ষিক গৃহকর মওকুফ করার জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত : বিধি মোতাবেক মহাখালী ডিওএইচএস এর ১৪২ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল হারুন আহমেদ চৌধুরীর মালিকানাধীন অংশের গৃহকর মওকুফের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয়-১৭: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৫ম তলার-২৭ নং দোকানটির ইজারা বাতিল করতঃ জমাকৃত জামানতের টাকা ফেরত প্রদানের বিষয়ে কর্ণেল এ, টি, এম, মেজবাহ উদ্দিন সেরনিয়াবাত (অবঃ) এর ২৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের আবেদনের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৫ম তলার-২৭ নং দোকানটি ২৩,৯১,০০৯/- (তেইশ লক্ষ একানব্বই হাজার নয়) টাকা সালামীতে কর্ণেল এ, টি, এম, মেজবাহ উদ্দিন সেরনিয়াবাত (অবঃ)-কে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ইজারা প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত দোকানের সালামী বাবদ জামানতের ১,০০,০০০/- টাকা সহ মোট ৩,৯৮,৮৭৬/- (তিন লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত ছিয়াত্তর) টাকা পরিশোধ করেছেন। অবশিষ্ট (২৩,৯১,০০৯-৩,৯৮,৮৭৬) = ১৯,৯২,১৩৩/- (উনিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার একশত তেত্রিশ) টাকা পরিশোধ করার জন্য পত্র প্রদান করা হলে তিনি উক্ত দোকানের সালামীর অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় দোকানটির বরাদ্দ বাতির করতঃ জমাকৃত টাকা ফেরত চেয়ে ২৮ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য যে, দোকান বরাদ্দের নীতিমালার-১০ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, “সর্বোচ্চ ডাককারী দোকান গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে। তবে এক বা একাধিক কিস্তি জমা দেয়ার পর পরবর্তী কিস্তি পরিশোধে অপরগতা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্তসহ কিস্তি হিসেবে জমাকৃত অর্থের ১০% কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেয়া হবে।”

সিদ্ধান্ত : মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৫ম তলার-২৭ নং দোকানের ইজারা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং দোকান বরাদ্দ নীতিমালার ১০ নং অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী জমাকৃত জামানত বাজেয়াপ্তসহ কিস্তি হিসেবে জমাকৃত অর্থের ১০% কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ইজারা গ্রহীতার অনুকূলে ফেরত প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয়-১৮: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৫ম তলার-২৮ নং দোকানটির ইজারা বাতিল করতঃ জমাকৃত জামানতের টাকা ফেরত প্রদানের বিষয়ে লেঃ কর্ণেল এ, টি, এম, মহিউদ্দিন সেরনিয়াবাত (অবঃ) এর ২৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের আবেদনের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৫ম তলার-২৮ নং দোকানটি ২৩,১৩,৪৯২/- (তেইশ লক্ষ তের হাজার চারশত বিরানব্বই) টাকা সালামীতে লেঃ কর্ণেল এ, টি, এম, মহিউদ্দিন সেরনিয়াবাত (অবঃ)-কে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ইজারা প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত দোকানের সালামী বাবদ জামানতের ১,০০,০০০/- টাকা সহ মোট ৩,৮৯,১৮৬/- (তিন লক্ষ ঊননব্বই হাজার একশত ছিয়াশি) টাকা পরিশোধ করেছেন। অবশিষ্ট (২৩,১৩,৪৯২-৩,৮৯,১৮৬) = ১৯,২৪,৩০৬/- (উনিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশত ছয়) টাকা পরিশোধ করার জন্য পত্র প্রদান করা হলে তিনি উক্ত দোকানের সালামীর অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় দোকানটির বরাদ্দ বাতির করতঃ জমাকৃত টাকা ফেরত চেয়ে ২৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য যে, দোকান বরাদ্দের নীতিমালার-১০ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, “সর্বোচ্চ ডাককারী দোকান গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে। তবে এক বা একাধিক কিস্তি জমা দেয়ার পর পরবর্তী কিস্তি পরিশোধে অপরগতা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্তসহ কিস্তি হিসেবে জমাকৃত অর্থের ১০% কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেয়া হবে।”

সিদ্ধান্ত : মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৫ম তলার-২৮ নং দোকানের ইজারা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং দোকান বরাদ্দ নীতিমালার ১০ নং অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী জমাকৃত জামানত বাজেয়াপ্তসহ কিস্তি হিসেবে জমাকৃত অর্থের ১০% কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ইজারা গ্রহীতার অনুকূলে ফেরত প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয়-১৯: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ২য় তলার-০৫ নং দোকানটির বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতির বিষয়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মোহাম্মদ আলমগীর এর ১০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের আবেদনের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ২য় তলার-৫ নং দোকানটি ২৫,৮৬,৫৯৮/- (পঁচিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার পাঁচশত আটানব্বই) টাকা সালামীতে গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আলমগীর (অবঃ) সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ইজারা প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত দোকানের সালামী বাবদ মোট ১০,১৯,৯৭৫/- (দশ লক্ষ উনিশ হাজার নয়শত পঁচাত্তর) টাকা পরিশোধ করেছেন। তিনি উক্ত দোকানটি জনাব মুহাম্মদ আখতার হামিদ খান, পিতা- আব্দুল হামিদ খান, বাড়ী নং-১৩৪, রাস্তা-২২, ডিওএইচএস মহাখালী, ঢাকা সেনানিবাসের নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে ১০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত : দোকান ইজারার অবশিষ্ট অর্থ এবং বিধি মোতাবেক হস্তান্তর ফি পরিশোধ সাপেক্ষে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ২য় তলার-০৫ নং দোকানটি জনাব মুহাম্মদ আখতার হামিদ খান, পিতা- আব্দুল হামিদ খান এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

- আলোচ্য বিষয়-২০: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ১ম তলার-০৪ নং দোকানটির বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতির বিষয়ে লেঃ কর্ণেল নাজমুল হক(অবঃ) এর ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের আবেদনের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- আলোচনা : মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ১ম তলার-৪ নং দোকানটি ২৭,৬৫,৪০০/- (সাতাশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশত) টাকা সালামীতে লেঃ কর্ণেল নাজমুল হক (অবঃ)-কে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত দোকানের ভাট ও আয়করসহ মোট মূল্য ৩৩,১৮,৪৮০/- (তেত্রিশ লক্ষ আঠার হাজার চারশত আশি) টাকা। তিনি উক্ত দোকানের সালামী বাবদ মোট ২০,৭৪,০৫০/- (বিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ করেছেন। অতঃপর তিনি আর্থিক অসুবিধার কারণে উক্ত দোকানটি শিরিন আক্তার, পিতা-মোঃ আব্দুর রশীদ মোল্লা, বাসা নং-২৪ এ/বি, মাজার রোড, ২য় কলোনী, মিরপুর-১২১৬ এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে আবেদন করেছেন।
- সিদ্ধান্ত : দোকান ইজারার অবশিষ্ট অর্থ এবং বিধি মোতাবেক হস্তান্তর ফি পরিশোধ সাপেক্ষে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ১ম তলার-০৪ নং দোকানটি বেগম শিরিন আক্তার, পিতা-মোঃ আব্দুর রশীদ মোল্লা এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- আলোচ্য বিষয়-২১: গাড়ীর স্টীকার এর জন্য আবেদনকারীর প্রত্যয়ন পত্র ফি ২০০/- (দুইশত) টাকার স্থলে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা পুনঃ নির্ধারণ প্রসংগে।
- আলোচনা : ঢাকা বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে স্টেশন সদর দপ্তর কর্তৃক গাড়ীর স্টীকার ইস্যুর জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে বাড়ীর মালিক/বাসিন্দা হিসেবে প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হয়। উক্ত প্রত্যয়নপত্রের ফি বর্তমানে ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে আদায় করা হয়। বোর্ডের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বাবদ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ফি আদায়ের প্রস্তাব করা হলো।
- সিদ্ধান্ত : ঢাকা বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে স্টেশন সদর দপ্তর কর্তৃক গাড়ীর স্টীকার ইস্যুর জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে বাড়ীর মালিক/বাসিন্দা হিসেবে প্রত্যয়নপত্র ফি পূর্বের মতো ২০০/- (দুই শত) টাকা হারে আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- আলোচ্য বিষয়-২২: নভেম্বর, ২০১৬ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার বিবরণী।
- আলোচনা : নভেম্বর, ২০১৬ মাসে বিভিন্ন খাতে আদায় ১,৫০,৯৯,২৯৮.০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার দুইশত আটানব্বই) টাকা এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ক্রমপুঞ্জিত আদায় ৬,৯৪,৯৯,৯৮৪.০০ (ছয় কোটি চুরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত চুরাশি) টাকা। যা মোট দাবীর ৫০.৮৭%। সভায় জানানো হয় যে, গৃহকর বাবদ ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনে দাবীকৃত ৬,৫৬,৯৫,০২০.০০ (ছয় কোটি ছাশান্ন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার বিশ) টাকার মধ্যে অধিকাংশ টাকা ডিসেম্বর মাসের মাধ্যে আদায় হবে।
- সিদ্ধান্ত : নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আদায়ের হার সন্তোষজনক। তবে ট্রেড লাইসেন্স ও হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃমূল্যায়ন করে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আয়ের পরিসর বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- আলোচ্য বিষয়-২৩: নভেম্বর, ২০১৬ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী।
- আলোচনা : নভেম্বর, ২০১৬ মাসে স্থানীয় আয়ের উৎস হতে বোর্ডের মোট ৩,০১,২৬,৩৮৩.৬৫ (তিন কোটি এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার তিনশত তিরাশি) টাকা আদায় হয়েছে। মঞ্জুরীকৃত চাঁদা ও দানসমূহ (সাধারণ অনুদান), অনৈমিত্তিক আয় ও প্রারম্ভিক জেরসহ নভেম্বর মাসে সর্বমোট আয় ৪,০৮,৪৭,২২২.০০ টাকা (চার কোটি আট লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত বাইশ) টাকা। অপরদিকে নভেম্বর, ২০১৬ মাসে সর্বমোট ব্যয় ৬,৭০,৪৫,৬৬৬.০০ (ছয় কোটি সত্তর লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত ছেষাট্টি) টাকা।
- সিদ্ধান্ত : নভেম্বর, ২০১৬ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- আলোচ্য বিষয়-২৪: নভেম্বর, ২০১৬ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন।
- আলোচনা : স্টেশন হেলথ অর্গানাইজেশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বাস্থ্য প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেনানিবাসের সাধারণ স্বাস্থ্যগত পরিবেশ, বাসস্থান, পানি সরবরাহ, মশা-মাছি ও কীট পতঙ্গ নিধন কার্যক্রম সন্তোষজনক আছে। ঢাকা সেনানিবাসের স্কুল/কলেজসমূহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আরো উন্নত করা প্রয়োজন। ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং এমইএস কর্তৃক সরবরাহকৃত পানির নমুনা সন্তোষজনক। ১৪ অক্টোবর, ২০১৬ হতে ১৫ নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত সিএমএইচ, ঢাকায় ৪৫ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। উক্ত সময়ে সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে কোন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়নি।
- সিদ্ধান্ত : স্টেশন হেলথ অর্গানাইজেশন ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সেনানিবাসে মশক নিধন কার্যক্রম জোরদারসহ ড্রেন পরিষ্কার এবং আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা জোরদার করণসহ নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা এবং সেনানিবাস সংলগ্ন সিভিল চ্যাপ্টার্ড এলাকায় সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন মশার ঔষধ ছিটানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়-২৫: নভেম্বর, ২০১৬ মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন প্রতিবেদন।

আলোচনা : নভেম্বর, ২০১৬ মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে মোট ৩৪৫ টি জন্ম নিবন্ধন ও ০৬টি মৃত্যু নিবন্ধন করা হয়েছে এবং একই সময়ে বনানী সামরিক কবরস্থানে মোট ১৪ জনকে দাফন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় বসবাসকারী বা জন্মগ্রহণকারীদের যথাযথভাবে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-২৬: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে (১) মেসার্স আর আর কর্পোরেশন, প্রোঃ- মেজর (অবঃ) মোঃ আব্দুর রব, (২) ৪ এফ গ্লোবাল লিমিটেড, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- ফারহানা আজাদ, (৩) মেসার্স এন এম ব্রাদার্স, প্রোঃ- মোঃ জহিরুল ইসলাম, (৪) মেসার্স মাহমুদুল হাসান, প্রোঃ- সরদার মাহমুদুল হাসান (৫) মার্কস আর্কিটেক্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার লিমিটেড, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- আব্দুল্লাহ আল মামুন ও (৬) মেসার্স নাহিদ এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ- মোঃ নুরুল ইসলাম রাসেল-কে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্তির বিষয়ে আলোচনা সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে আবেদিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে (১) মেসার্স আর আর কর্পোরেশন, প্রোঃ- মেজর (অবঃ) মোঃ আব্দুর রব, (২) ৪ এফ গ্লোবাল লিমিটেড, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- ফারহানা আজাদ, (৩) মেসার্স এন এম ব্রাদার্স, প্রোঃ- মোঃ জহিরুল ইসলাম, (৪) মেসার্স মাহমুদুল হাসান, প্রোঃ- সরদার মাহমুদুল হাসান (৫) মার্কস আর্কিটেক্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার লিমিটেড, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- আব্দুল্লাহ আল মামুন ও (৬) মেসার্স নাহিদ এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ- মোঃ নুরুল ইসলাম রাসেল-কে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্তির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২৭: ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর ও সেনানিবাস বর্ধিত এলাকায় বাড়ী নির্মাণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত নকশাসমূহ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :-

ক্র/নং	প্লট মালিকের নাম	প্লট নম্বর	ঠিকানা	এমইও'র ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
১।	মেজর(অবঃ) সৈয়দ মনজুর ফয়েজ	১৫৭	মিরপুর ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৭ তলা (খালি প্লট)
২।	কর্ণেল (অবঃ) আব্দুল হান্নান শরিফ	২৪৬	মিরপুর ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৬ তলা (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন-১ম তলায় এক ইউনিটের পরিবর্তে দুই ইউনিটে রূপান্তর)
৩।	(ক) লেঃ কর্ণেল এস এম মঞ্জুর কবীর (খ) লেঃ কর্ণেল এ কে এম জহরুল ইসলাম	৩৫৫ ৩৫৭	মিরপুর ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৬ তলা (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ১ম তলায় ২ ইউনিটের পরিবর্তে ৪ ইউনিটে রূপান্তর এবং ৩য় ও ৪র্থ ফ্লোরে ৪ ইউনিটের পরিবর্তে ২ ইউনিট)
৪।	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ আখতারুজ্জামান খান	৫৪৩	মিরপুর ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৭ তলা (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন-২য়, ৩য়, ৪র্থ তলায় ডাবল ইউনিট, ৫ম ও ৭ম তলায় সিঙ্গেল ইউনিট)
৫।	ব্রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) বজলে কাদের	৭৩৫	মিরপুর ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৭ তলা (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন) ২৯/১১/২০১৬ তারিখের বোর্ডসভার আলোচ্য বিষয়-২১(৫) এর সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্তি
৬।	ব্রিগেঃ জেনাঃ মোহাম্মদ সামছুল আলম খান	৯৯৩	মিরপুর ডিওএইচএস		নতুন ০৭ তলা
৭।	মেজর (অবঃ) খন্দকার আখতার হোসেন	১০৩০	মিরপুর ডিওএইচএস		নতুন ০৭ তলা
৮।	কমান্ডার (অবঃ) মোহাম্মদ লোকমান চৌধুরী, বিএন	১১৬২	মিরপুর ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৭ তলা (খালি প্লট)
৯।	ব্রিগেঃ জেনাঃ(অবঃ) মোঃ কামরুজ্জামান	১২২০	মিরপুর ডিওএইচএস		নতুন ০৭ তলা
১০।	মেজর (অবঃ) মুহাম্মদ নুরুল আমীন জুইয়া	১৩৩৯	মিরপুর ডিওএইচএস		নতুন ০৭ তলা
১১।	(ক) মিসেস নাজনীন সিদ্দিকা (স্ত্রী) স্বামী-মরহুল কর্ণেল সরদার মোঃ নুরুল নবী (খ) নুসরাত ফারজানা নাজিয়া লাকী (মেয়ে) (গ) তাসনিম ফারজানা বুশরা (মেয়ে) (ঘ) নাফিস তাহমিদ বিন নবী (ছেলে) সর্বপিতা-মরহুল কর্ণেল সরদার মোঃ নুরুল নবী	১৩৫৩	মিরপুর ডিওএইচএস		নতুন ০৭ তলা

১২।	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আহমেদ আলী	২৪৫	বারিধারা ডিওএইচএস	সংশোধিত ০৭ তলা (৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম তলায় একটি রুম, রান্নাঘর ও টয়লেট নির্মাণ)
-----	----------------------------	-----	----------------------	--

আলোচনা : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন ডিওএইচএস এলাকার ১১টি প্লটে বাড়ী/ভবন নির্মাণের জন্য দাখিলকৃত নকশাগুলো ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রকৌশলী কর্তৃক যাচাই করা হয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট বিল্ডিং বাই-লজ অনুযায়ী Set back ঠিক আছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান। স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের ব্যাপারে ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যয়ন দিয়েছেন মর্মে সভায় জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত : ২৭.১। Land point of view-তে ডিওএইচএসসমূহের জন্য এমইও, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাসের ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে আলোচ্য বিষয়-২৯ এর ক্রমিক নং-১, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ এর ০৭টি প্লটে ০৬(ছয়)/০৭(সাত) তলা নতুন ভবন নির্মাণের নকশা নিম্নোক্ত শর্তাধীনে অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

(ক) প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে যথারীতি রাস্তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে এবং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ডেভলপার কর্তৃক বাড়ী নির্মিত হলে সংশ্লিষ্ট ডেভলপারকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের তালিকাভুক্তিসহ জামানতের টাকা পরিশোধ করতে হবে।

(খ) প্লট মালিক নিজে বাড়ী নির্মাণ করলে তিনি এ মর্মে অঙ্গীকারনামা দিবেন যে, তাঁর প্লটে কোন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ডেভলপার চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন মর্মে প্রমাণিত হলে সকল প্রকার ক্ষতিপূরণ তিনি দিতে বাধ্য থাকবেন এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ না পেলে অনুমোদিত নকশা স্থগিতসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তিনি তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

২৭.২। ক্রমিক নং-২, ৩, ৪ ও ৫ এ উল্লিখিত ০৪ (চার)টি ভবনের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের নকশা যদি কোন অননুমোদিত নির্মাণ থাকে তবে তা অপসারণ সাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো।

২৭.৩। ক্রমিক নং-১২ এ উল্লিখিত ভবনের ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের নকশা এমআইএসটি কর্তৃক কারিগরী ভেটিং সাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়। এমআইএসটি কর্তৃক কারিগরী ভেটিং বাবদ যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্লট মালিককে বহন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-২৮: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসংগে :-

ক্রমিক নং	কাজের নাম	মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস্, ২০১২ অনুযায়ী (টাকা)	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১।	আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বে বাসস্টপের ফুটপাথ সংলগ্ন খালি স্থানে বিউটিফিকেশনের জন্য দেয়াল, পেভমেন্ট টাইলস, ফেসিং টাইলস্ ও গ্রীল স্থাপন কাজ।	১,৯১,৯৪৩/-	নর্দমা খাত	
২।	মুসলিম মডার্ণ একাডেমির বাৎসরিক মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৪,০০,০০০/-	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	
৩।	সেনাপল্লী হাই স্কুলের বাৎসরিক মেরামত ও রংকরণ কাজ	৪,০০,০০০/-	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	
৪।	আদর্শ বিদ্যালয়িকেন্দ্র, মানিকদী স্কুলের বাৎসরিক মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৪,০০,০০০/-	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	
৫।	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২ নং রোডে পানি সমস্যা দূরীকরণের জন্য ৭৫ মিমি ডায়া ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা নতুন পানির লাইন স্থাপন কাজ।	৮৯,১৯২/-	পানি/বিদ্যুৎ শাখার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	
৬।	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ইস্টার্ন রোডের পূর্ব পার্শ্বে ৪০টি নিরাপত্তা বাতির সেড নিচুকরণ কাজ।	১,৯৯,৫৩৪/-	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ তহবিল/ বোর্ড তহবিল	

আলোচনা : ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য অত্যাাবশ্যকীয় সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান নিয়ম অনুসরণ করে মূল্যানুমান প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : আলোচ্য বিষয়-৩০ এর ৬টি প্রকল্পের মূল্যানুমান অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ক্রমিক নং- ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এ বর্ণিত প্রকল্পগুলোর দরপত্র আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ক্রমিক নং-৬ এ বর্ণিত প্রকল্পের মূল্যানুমান অনুমোদনসহ ব্যয়ের অনুমোদনের জন্য এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুদান বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-২৯: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের Responsive Tender অনুমোদন প্রসংগে :-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস ২০১৬ মোটাবেক (টাকা)	Responsive Tenderer	উদ্ধৃত দর (টাকা)	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১।	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোডের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বাসা নং ৬০ এর উত্তর পার্শ্বে হেলে যাওয়া বাউন্ডারী ওয়াল পুনঃ স্থাপন ও ২য় তলায় আংশিক মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৮২,৭১৬/-	মেসার্স সিফাত এন্টারপ্রাইজ	৮২,৭১৬/-	পরিত্যক্ত সম্পত্তির খাত	
২।	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বাসা নং ১০৬ এর পিছনে ড্রেন উচ্চকরণসহ স্ল্যাব নির্মাণ, ড্রেনের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারকরণ, পায়ে চলার পথে পিসিসি ঢালাইকরণ এবং বাসার বাহির পার্শ্ব রংকরণ কাজ।	১,৯৩,০০০/-	মেসার্স সাকিব এন্টারপ্রাইজ	১,৯৩,০০০/-	পরিত্যক্ত সম্পত্তির খাত	
৩।	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টঃ বোর্ড জেনাঃ হাসপাতালের আসাবপত্র মেরামত ও সবরাহকরণ।	১,৪৬,৬০০/-	মেসার্স এ এন্ড ডি ব্রাদার্স	১,৩৬,৫০০/-	হাসপাতালে র নৈমিত্তিক খাত	
৪।	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টঃ বোর্ড জেনাঃ হাসপাতালের বিভিন্ন মালামাল মেরামত ও সবরাহকরণ।	১,১৪,০০০/-	মেসার্স এ এন্ড ডি ব্রাদার্স	১,১৪,০০০/-	হাসপাতালে র নৈমিত্তিক খাত	
৫।	বা বি বা ঘাটি বাশার নিয়ন্ত্রিত অফিসার্স আবাসিক এলাকায় শিশুপার্কে ১১টি আধুনিক খেলনা সরবরাহ ও বিদ্যমান খেলনা মেরামত কাজ।	৯,৯৪,০০০/-	মেসার্স শফিক এন্ড সপ (সিবি-১৬/৩, কচুক্ষেত)	৯,৯৪,০০০/-	বোর্ড তহবিল	
৬।	আর্মি এমপি ইউনিটকে এমপি সগুহ পালনের জন্য ব্যানার পেট্রুন, কাঠের তৈরি ফ্রেম, মাইক, গ্যাস বেলুন, উদ্বোধনী বেলুন, গুনাতার, রশি, তারকাটা, ছিরাই কাঠ, মিস্ত্রি, ইত্যাদি সরবরাহকরণ ও স্থাপন কাজ।	৪,০০,০০০/-	মেসার্স এ এন্ড ডি ব্রাদার্স	৩,৯৯,৮০০/-	বোর্ড তহবিল	
৭।	আর্মি সগুহ পালনের জন্য আর্মি এমপি ইউনিটকে রাস্তায় রোড ডিভাইডারে লাগানোর জন্য ২০০ কেজি লাল নাইলনের রশি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৬০,০০০/-	মেসার্স চাঁন মিয়া ইঞ্জিঃ ওয়ার্কসপ	৫৯,৯৪০/-	বোর্ড তহবিল	
৮।	আর্মি এমপি ইউনিটের চাহিদা মোতাবেক মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার জন্য ৩০০ ফুট লাল, ৩০০ ফুট হলুদ, ৩০০ ফুট সাদা মোট ৯০০ ফুট হানিকম টেপ সরবরাহ করণ কাজ।	২,৭০,০০০/-	মেসার্স এ এন্ড ডি ব্রাদার্স	২,৭০,০০০/-	বোর্ড তহবিল	
৯।	১৩ এমপি ইউনিটকে এমপি সগুহ পালনের জন্য ব্যানার পেট্রুন, কাঠের তৈরি ফ্রেম, মাইক, গুনাতার, রশি, তারকাটা, ছিরাই কাঠ, মিস্ত্রি, ইত্যাদি সরবরাহকরণ ও স্থাপন কাজ।	১,৫৮,০০০/-	মেসার্স এ এন্ড ডি ব্রাদার্স	১,৫৮,০০০/-	বোর্ড তহবিল	
১০।	কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি- ৭১ হতে সিবি-১৪১ পর্যন্ত (রোড-৩) মেরামত ও ড্রেন উচ্চকরণ কাজ।	৫৬,৪৫,০০০/-	মিলেনিয়াম ট্রেডিং	৫৯,১৮,৭৮২/ ৫০	বোর্ড তহবিল	
১১।	ঢাকা সেনানিবাসে ই-ইন-সি কমপ্লেক্স এলাকায় মাঠে শিশুদের বিনোদনের জন্য ০৫টি আধুনিক খেলনাসামগ্রী স্থাপন কাজ।	১৪,৫০,৮০০/-	দি ইউনিক ইঞ্জিনিয়ার্স	১৫,১৬,০৮৬/ -	বোর্ড তহবিল	
১২।	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ঢাকা সেনানিবাস এলাকার নিরাপত্তা বাতি সচল রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়করণ।	২৪,৫৬,৬৯৪/-	মেসার্স এম এন্ড এম এন্টারপ্রাইজ	২৫,৬৭,২৪৫/ -	বিদ্যুৎ শাখার নৈমিত্তিক খাত	
১৩।	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অফিস স্টেশনারী মালামাল ক্রয়করণ।	১০,০২,১৮০/-	মেসার্স এম এইচ এন্টারপ্রাইজ	১০,৪৭,২৭৮/ -	স্টেশনারী খাত সহ সকল শাখার নৈমিত্তিক খাত	

- আলোচনা : আলোচ্য বিষয়-২৯ এ বর্ণিত ছকে প্রকল্পগুলোর মূল্যানুমান বোর্ডসভা ও সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। গ্যারিসন ডিউটি অফিসার (জিডিও)'র উপস্থিতিতে টেন্ডার ওপেনিং কমিটির সামনে দরপত্র বাস্তব খোলা হয় এবং টেন্ডার ইন্ডালুয়েশন কমিটি (টিইসি) কর্তৃক পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করা হয়েছে।
- সিদ্ধান্ত : ২৯.১। আলোচ্য বিষয়-৩১ এর ১৩ (তের)টি প্রকল্পের দর অনুমোদন করা হয়।
২৯.২। ক্রমিক নং-১ ও ২ এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রকল্প দু'টি পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে।
২৯.৩। ক্রমিক নং-৩, ৪, ১২ ও ১৩ এ উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর কার্যাদেশ প্রদান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
২৯.৪। ক্রমিক নং-৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ এর প্রকল্পসমূহের দর অনুমোদন, ব্যয়ের অনুমোদন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুদান বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- আলোচ্য বিষয়-৩০: বারিধারা ডিওএইচএস এর ৫১৪ নং প্লটে অনুমোদিত নকশার সময়সীমা ০১(এক) বছর বর্ধিত করার জন্য প্লট মালিক জনাব আমিনুল হায়দার এর আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- আলোচনা : বারিধারা ডিওএইচএস এর ৫১৪ নং প্লটে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ০৯/৭/২০১৩ তারিখের ঢাক্যাবো/প্লট নং-৫১৪/ডিওএইচএস বারিধারা/১০০ নং পত্রের মাধ্যমে সংশোধিত ০৭(সাত) তলা বাড়ী নির্মাণের নকশা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী বাড়ী নির্মাণের সময়সীমা ০১/৭/২০১৪ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে ০১(এক) বছর বর্ধিত করার জন্য প্লট মালিক জনাব আমিনুল হায়দার আবেদন করেছেন।
- সিদ্ধান্ত : অনুমোদিত নকশা বাহির্ভূত কোন নির্মাণ না করার শর্তে বারিধারা ডিওএইচএস এর ৫১৪ নং প্লটে বাড়ী নির্মাণের সময়সীমা ৩১/১২/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- আলোচ্য বিষয়-৩১: বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের পূর্ব পার্শ্বে বিদ্যমান পুরাতন ০৬ তলা ভবন ভেঙ্গে নতুন ০৭ তলার নির্মাণের বিষয়ে সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাসের ০১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০৯৩.০২. ১৫০.০২.০১.১২.১৬ নং পত্র ও তৎসংযুক্ত অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, ডিওএইচএস মহাখালী, ঢাকা সেনানিবাসের ০৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বিআইএসসি/১০০/৫৪/প্রশাসন নং পত্র প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- আলোচনা : বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত ০৬ তলা পুরাতন বিল্ডিংটি ৪র্থ তলা পর্যন্ত ভীত থাকলেও ০৬ তলা পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে। উক্ত বিল্ডিংটি অনেক পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও তার উপরে ছাদে কয়েকটি কোম্পানির মোবাইল টাওয়ার অবস্থিত। উক্ত মোবাইল টাওয়ারগুলি স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন। বিল্ডিংটি পুরাতন হওয়ায় অল্প মাত্রার ভূমিকম্পই কেঁপে উঠে যা ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও আতংকের বিষয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৭৮তম পরিচালনা পর্ষদ সভায় স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বের ওয়াল সংলগ্ন ০১টি ০৭ তলা বিশিষ্ট নতুন বিল্ডিং তৈরি এবং পুরাতন বিল্ডিংটি ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাসের ০১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০৯৩.০২. ১৫০.০২.০১.১২.১৬ নং পত্র ও তৎসংযুক্ত অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, ডিওএইচএস মহাখালী, ঢাকা সেনানিবাসের ০৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বিআইএসসি/ ১০০/৫৪/প্রশাসন নং পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের পূর্ব পার্শ্বে বিদ্যমান পুরাতন ০৬ তলা ভবন ভেঙ্গে নতুন ০৭ তলা নির্মাণের অনুমতির জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের পূর্ব পার্শ্বে বিদ্যমান পুরাতন ০৬ তলা ভবন ভাঙ্গার অনুমতি প্রদান করা হলো। বিধি মোতাবেক নতুন ভবন নির্মাণের নকশা দাখিল করা হলে তা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- আলোচ্য বিষয়-৩২: ক্যান্টন বাজার এলাকার ২/এ নং রোডস্থ ১৬/বি নং প্লটে ১৫(পনের) তলা বিশিষ্ট ক্যাডেট কলেজ মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সের নকশা অনুমোদনের বিষয়ে সেনাসদর, কিউএমজি শাখার ২৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের ৩৯১৭/১/ক্যান্টন বোর্ড-ঢাকা/এমকিউ-২ নং পত্র এবং সেনাসদর, এজি শাখা (সমন্বয়) এর ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০৩৬.১২.২০৮.০০.১১.১২.১৬ নং পত্রের প্রেক্ষিতে ০৭(সাত) তলা বিশিষ্ট ভবনের নকশা অনুমোদন প্রসঙ্গে।
- আলোচনা : ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২/এ নং রোডস্থ ১৬/বি নং প্লটে ১৫(পনের) তলা বিশিষ্ট ক্যাডেট কলেজ মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সের নকশা অনুমোদনের জন্য জিই(আর্মি) প্রজেক্ট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে দাখিল করেন। উক্ত নকশা গত ২৭/১০/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভায় আলোচ্য বিষয়-১৯ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার বিল্ডিং বাইল'জ অনুযায়ী ০৭ তলার অধিক ভবন নির্মাণ করার অনুমোদন নেই বিধায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নকশা, বিল্ডিং বাইল'জ অনুযায়ী ক্যান্টন বাজার এলাকার মাটির প্ল্যান ও ২৭/১০/২০১৬ তারিখের বোর্ডসভার সিদ্ধান্তসহ সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখায় প্রেরণ করা হয়। সেনাসদর, কিউএমজি শাখার ২৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের ৩৯১৭/১/ক্যান্টন বোর্ড-ঢাকা/এমকিউ-২ নং

পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয় যে, ক্যান্ট বাজার এলাকায় ০৭ তলার অধিক ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদন করা হয়নি। অতঃপর সেনাসদর, এজি শাখা (সমন্বয়) এর ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০৩৬.১২.২০৮.০০.১১.১২.১৬ নং পত্রের মাধ্যমে জানানো হয় যে, উক্ত ক্যাডেট কলেজ মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সটি কোন ক্রমেই ঢাকা সেনানিবাসের ইমারত নির্মাণ উপ-আইন অনুযায়ী ০৭ তলার অধিক নির্মাণ করা হবে না। যার কার্যক্রম কিউএমজি'র শাখা, এমএডকিউ পরিদপ্তরকে দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত : ক্যান্ট বাজার এলাকার ২/এ নং রোডস্থ ১৬/বি নং প্লটে ০৭(সাত) তলা বিশিষ্ট ক্যাডেট কলেজ মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সের নকশা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩৩: বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, প্রশাসনিক শাখা, প্রভোষ্ট মার্শাল পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ৩১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের ০৬.০৩.২৬০০.০৪০.৩৬.০৪৮.১৬.০০১/৭৭ক নং পত্রের প্রেক্ষিতে ঢাকা সেনানিবাসস্থ বিমান বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকার প্রধান সড়কে রোড ডিভাইডার ও সিমেন্টের তৈরি পিলারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও স্থাপন বাবদ ৪,৫৯,৬০০/- (চার লক্ষ উনষাট হাজার ছয়শত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনা : ঢাকা সেনানিবাসস্থ বিমান বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকার প্রধান সড়কে রোড ডিভাইডার ও সিমেন্টের তৈরি পিলারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, প্রশাসনিক শাখা, প্রভোষ্ট মার্শাল পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ৩১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের ০৬.০৩.২৬০০.০৪০.৩৬.০৪৮.১৬.০০১/৭৭ক নং পত্রের মাধ্যমে অত্র দপ্তরে অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য ৪,৫৯,৬০০/- (চার লক্ষ উনষাট হাজার ছয়শত) টাকা ব্যয় হবে।

সিদ্ধান্ত : ঢাকা সেনানিবাসস্থ বিমান বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকার প্রধান সড়কে রোড ডিভাইডার ও সিমেন্টের তৈরি পিলারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য ৪,৫৯,৬০০/- (চার লক্ষ উনষাট হাজার ছয়শত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বোর্ড তহবিল হতে সংকুলান করতে হবে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৩৪: আর্মি এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাসের ০১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০১.৬৪৮.০৩.২১২.১২.০১.১২.১৬ নং পত্রের প্রেক্ষিতে রোটার লাইট মেরামত এবং রোড ডিভাইডারের জন্য হানিকম সরবরাহ করণ বাবদ ৩,৪০,০০০/- (তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনা : রোটার লাইট মেরামত এবং রোড ডিভাইডারের জন্য হানিকম সরবরাহ করণের নিমিত্ত আর্মি এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাসের ০১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০১. ৬৪৮.০৩.২১২. ১২.০১.১২.১৬ নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য ৩,৪০,০০০/- (তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা ব্যয় হবে।

সিদ্ধান্ত : আর্মি এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাসের রোটার লাইট মেরামত ও রোড ডিভাইডারের জন্য হানিকম স্টীকার সরবরাহের নিমিত্ত ৩,৪০,০০০/- (তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বোর্ড তহবিল হতে সংকুলান করতে হবে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৩৫: আর্মি এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাসের ০৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০১.৬৪৮.০৩.২১২. ১২.০৩.১২.১৬ নং পত্রের প্রেক্ষিতে সিগন্যাল গেইট গোল চত্বরের জন্য রিফ্লেকটিং টেপ (হানিকম) সরবরাহকরণ বাবদ ১,০০,৫০০/- (এক লক্ষ পাঁচশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনা : সিগন্যাল গেইট গোল চত্বরের জন্য রিফ্লেকটিং টেপ (হানিকম) সরবরাহকরণ আর্মি এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাসের ০৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০১.৬৪৮.০৩.২১২. ১২.০৩.১২.১৬ নং পত্রের মাধ্যমে অত্র দপ্তরে অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য ১,০০,৫০০/- (এক লক্ষ পাঁচশত) টাকা ব্যয় হবে।

সিদ্ধান্ত : সিগন্যাল গেইট গোল চত্বরে স্থাপনের জন্য আর্মি এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাসকে রিফ্লেকটিং টেপ (হানিকম) সরবরাহকরণের নিমিত্ত ১,০০,৫০০/- (এক লক্ষ পাঁচশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বোর্ড তহবিল হতে সংকুলান করতে হবে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৩৬: মানিকদী কবরস্থানের পূর্ব ও উত্তর দিকের হেলে যাওয়া বাউন্ডারী ওয়াল পুনঃস্থাপন এবং পশ্চিম দিকের বাউন্ডারী ওয়াল উঁচুকরণসহ সংস্কার/পুনঃনির্মাণ কাজের জন্য ১৫,৯৫,৪৯৫/- (পনের লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশত পঁচানব্বই) টাকার মূল্যানুমান ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনা : মানিকদী কবরস্থানের পূর্ব ও উত্তর দিকের হেলে যাওয়া বাউন্ডারী ওয়াল পুনঃস্থাপন এবং পশ্চিম দিকের বাউন্ডারী ওয়াল উঁচুকরণসহ সংস্কার/পুনঃনির্মাণ কাজের জন্য ১৫,৯৫,৪৯৫/- (পনের লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশত পঁচানব্বই) টাকার মূল্যানুমান কার্যবৃত্ত পত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে, যা ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত : মানিকদী কবরস্থানের পূর্ব ও উত্তর দিকের হেলে যাওয়া বাউন্ডারী ওয়াল পুনঃস্থাপন এবং পশ্চিম দিকের বাউন্ডারী ওয়াল উঁচুকরণসহ সংস্কার/পুনঃনির্মাণ কাজের জন্য ১৫,৯৫,৪৯৫/- (পনের লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশত পঁচানব্বই) টাকার মূল্যানুমান ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৩৭: ঢাকা সেনানিবাসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ময়লা-আবর্জনা অপসারণ কাজের জন্য ফি আদায় প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : ঢাকা সেনানিবাস, মিরপুর সেনানিবাস, ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা ও মিরপুর এলাকার দৈনন্দিন গৃহস্থালি বর্জ্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংগ্রহ করে মিরপুর সেনানিবাসের একটি ডাম্পিং এরিয়ায় ফেলা হয়। ঢাকা ও মিরপুর সেনানিবাসের কলেবর ও কার্যপরিধির সাথে সাথে জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়ায় দৈনিক যে পরিমাণ গৃহস্থালি বর্জ্য হচ্ছে তা ডাম্পিং করার জন্য বিদ্যমান ডাম্পিং গ্রাউন্ড যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। উপরন্তু দৈনিক প্রায় ৬০ (ষাট) টন বর্জ্য উল্লিখিত স্থানসমূহ হতে ট্রাকে করে দিনব্যাপী পরিবহন করার ফলে সন্নিহিত এলাকার নাগরিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরী করছে। এ সমস্যা নিরসনকল্পে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাস্বীনে ঢাকা ও মিরপুর সেনানিবাস এবং সংলগ্ন ৪টি ডিওএইচএস এর গৃহস্থালি বর্জ্য অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ০৯/৬/২০১৬ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৬৬১. ০৭.০০২.০১.০৯.০৬.১৬ নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার ১৮/৮/২০১৬ তারিখের ৪৬.২০৭.০০০.১২.০০.০৫.১৯৭.২০১৬-১২৪(১) নং পত্রের মাধ্যমে টন প্রতি ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা সেবামূল্য পদান সাপেক্ষে বর্জ্য অপসারণের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা যেতে পারে মর্মে জানানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ময়লা-আবর্জনা অপসারণ ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় ঢাকা সেনানিবাসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ময়লা আবর্জনা অপসারণ ফি আদায় করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : ঢাকা ও মিরপুর সেনানিবাস এবং বিভিন্ন ডিওএইচএস এ পরিচালিত বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য অপসারণের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক চাহিদাকৃত মূল্য হারে ফি আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩৮: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কঞ্জারভেন্সী ট্রাক (নং- ঢাকা মেট্রো-অ-১১-০৩৫২) ৯০১ সেন্ট্রাল ওয়ার্কসপ এর মাধ্যমে মেরামত বাবদ অতিরিক্ত ১,১৪,৪০০/- (এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার চারশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কঞ্জারভেন্সী ট্রাক নং-ঢাকা মেট্রো-অ-১১-০৩৫২ এর ইঞ্জিন ওভারহলি, ডেন্টিং, এক্সেল পিনিয়ামসহ অন্যান্য কাজ এবং পেইন্টিং কাজের জন্য ৯০১ সেন্ট্রাল ওয়ার্কসপ ইএমই তে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত গাড়ীটির ডেন্টিং, পেইন্টিং ও মেরামত কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় ৯০১ সেন্ট্রাল ওয়ার্কসপ হতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে গাড়ীটির অতিরিক্ত কাজের ব্যয় বাবদ আয়কর ও ভ্যাটসহ ১,১৪,৪০০/- (এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার চারশত) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কঞ্জারভেন্সী ট্রাক (নং- ঢাকা মেট্রো-অ-১১-০৩৫২) ৯০১ সেন্ট্রাল ওয়ার্কসপ এর মাধ্যমে মেরামত বাবদ অতিরিক্ত ১,১৪,৪০০/- (এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার চারশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় আর্মি কঞ্জারভেন্সী খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৩৯: শহীদ জাহাঙ্গীর গेट এলাকায় রোপণের জন্য বিভিন্ন ফুলগাছ ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৮৮,৫০০/- (এক লক্ষ আটশি হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : শহীদ জাহাঙ্গীর গेट এলাকায় রোপণের জন্য নিম্নবর্ণিত ফুলগাছ ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৮৮,৫০০/- (এক লক্ষ আটশি হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয় হবে :-

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মোট টাকা
১।	শ্বেত ফুলগাছ	৩০০টি	৪২০.০০	১২৬০০০.০০
২।	চন্দ্রমল্লিকা	২৫০টি	২৫০.০০	৬২৫০০.০০
			মোট=	১,৮৮,৫০০.০০

সিদ্ধান্ত : শহীদ জাহাঙ্গীর গेट এলাকায় রোপণের জন্য বিভিন্ন ফুলগাছ ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৮৮,৫০০/- (এক লক্ষ আটশি হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় উদ্যান শাখার নৈমিত্তিক খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪০: স্টাফ রোড এলাকায় রোপণের জন্য বিভিন্ন ফুলগাছ, ভিটি মাটি, গোবর সার ও মাটির টব ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৯১,১০০/- (এক লক্ষ একানব্বই হাজার একশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় উদ্যান শাখার নৈমিত্তিক খাত হতে সংকুলান করা হবে।

আলোচনা : স্টাফরোড এলাকায় রোপণের জন্য নিম্নবর্ণিত ফুলগাছ, ভিটিমাটি, গোবর সার ও মাটির টব ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৯১,১০০/- (এক লক্ষ একানব্বই হাজার একশত) টাকা ব্যয় হবে :-

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মোট টাকা
১।	শ্বেত ফুলগাছ	৩০০টি	৪২০.০০	১২৬০০০.০০
২।	মাটির টব	৩০০টি	৬৫.০০	১৯৫০০.০০
৩।	ভিটিমাটি	০৬ ট্রাক	৩৮০০.০০	২২৮০০.০০

৪।	গোবর সার	০৬ ট্রাক	৩৮০০.০০	২২৮০০.০০
			মোট=	১,৯১,১০০.০০

সিদ্ধান্ত : স্টাফ রোড এলাকায় রোপণের জন্য বিভিন্ন ফুলগাছ, ভিটি মাটি, গোবর সার ও মাটির টব ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৯১,১০০/- (এক লক্ষ একানব্বই হাজার একশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় উদ্যান শাখার নৈমিত্তিক খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪১: সেনাভবনের সামনের রাস্তা এবং জিয়া কলোনী মসজিদের সামনে রোপণের নিমিত্ত গাছ ক্রয়ের জন্য ৬৭,০০০/- (সাতষট্টি হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় উদ্যান শাখার নৈমিত্তিক খাত হতে সংকুলান করা হবে।

আলোচনা : সেনাভবনের সামনে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্ব ও জিয়া কলোনী মসজিদের সামনে রোপণের জন্য নিম্নবর্ণিত গাছ ক্রয়ের নিমিত্ত ৬৭,০০০/- (সাতষট্টি হাজার) টাকা ব্যয় হবে :-

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মোট টাকা
১।	উইপিং দেবদারু গাছ	২০০টি	৩০০.০০	৬০০০০.০০
২।	বাঁশের খুঁটি	২০০টি	৩৫.০০	৭০০০.০০
			মোট=	৬৭,০০০.০০

সিদ্ধান্ত : সেনাভবনের সামনের রাস্তা এবং জিয়া কলোনী মসজিদের সামনে রোপণের নিমিত্ত বিভিন্ন গাছ ক্রয়ের জন্য ৬৭,০০০/- (সাতষট্টি হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় উদ্যান শাখার নৈমিত্তিক খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪২: বনানী ডিওএইচএস এর ইষ্টার্শ্ব রোডের পশ্চিম পার্শ্ব ২ নং রোড হতে ৫ নং রোড পর্যন্ত ওয়াকওয়ে নির্মাণ।

আলোচনা : বনানী ডিওএইচএস এর বিভিন্ন রোডে ফুটপাথ এবং ওয়াকওয়ে নির্মাণ করার জন্য ডিওএইচএস পরিষদ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইষ্টার্শ্ব রোডের পশ্চিম পার্শ্ব ২ নং রোড হতে ৫ নং রোড পর্যন্ত ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের জন্য ১০,৪৩,৫৬০/- (দশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশত ষাট) টাকার মূল্যানুমান প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : বনানী ডিওএইচএস এর ইষ্টার্শ্ব রোডের পশ্চিম পার্শ্ব ২ নং রোড হতে ৫ নং রোড পর্যন্ত ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের জন্য ১০,৪৩,৫৬০/- (দশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশত ষাট) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বনানী ডিওএইচএস বিবিধ তহবিল/বোর্ড তহবিল হতে সংকুলান করতে হবে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪৩: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৫ম তলা-২৯ নং দোকানটির ইজারা গ্রহীতা মোঃ সালাহউদ্দিন খান এর মৃত্যুজনিত কারণে মরহুমের উত্তরাধিকারীগণের নামে নামজারীর বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৫ম তলা-২৯ নং দোকানটি জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন খান, পিতা-আব্দুল মান্নান খান কর্তৃক প্রদত্ত ১৫,০৮,৬৫০/- (পনের লক্ষ আট হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকার সর্বোচ্চ দরে ইজারা গ্রহণ করেন। উক্ত দোকানের সালামী বাবদ মোট ১২,৩১,৪৮৬/- (বার লক্ষ একত্রিশ চারশত ছিয়াশি) টাকা জমা করা হয়েছে। জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন খান গত ০১ জুলাই ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করার মরহুমের উত্তরাধিকারী স্ত্রী-রেমকিন, কন্যা-সামাস্তা খান ও পুত্র-স্যাম রাইয়ান এর নামে উত্তরাধিকার সনদপত্রসহ নামজারী করার জন্য ২৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে আবেদন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৫ম তলা-২৯ নং দোকানটি ইজারা গ্রহীতা জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন এর মৃত্যুজনিত কারণে মরহুমের উত্তরাধিকারীদের নামে নামজারীর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৪৪ বিবিধ-১৪ সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে ০৩ জন স্টাফ নার্স নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : সম্প্রতি ০৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স চাকুরী হতে ইস্তফা দেয়ার কারণে ১৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে অস্থায়ী নার্স নিয়োগের জন্য স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। তার প্রেক্ষিতে লাকি আজার, মনিরা খাতুন ও মুন্নি খাতুন নামে ০৩ (তিন) জন নিয়োগের জন্য আবেদন করেন। গঠিত নিয়োগ কমিটি তাদের নিয়োগের বিষয়ে সুপারিশ করেছেন। মাসিক ১৬,০০০/- টাকা প্রদান সাপেক্ষ চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে ০৩ জন স্টাফ নার্স নিয়োগের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক মাসিক ১৬,০০০/- (ষোল হাজার) টাকা নির্ধারিত বেতনে লাকি আজার, মনিরা খাতুন ও মুন্নি খাতুন-কে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগের অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৪৪ বিবিধ-২ঃ সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের চেম্বার বরাদ্দ করণের বিষয়ে হাসপাতালের ২৬/১২/২০১৬ তারিখের এসকেএমবহিসিবিজিএইচ/বহি/০৩/১৯৩ নং পত্রের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
 আলোচনা : সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পুরাতন ভবনের ২য় তলায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চেম্বার চালু করার জন্য হাসপাতালের ২৬/১২/২০১৬ তারিখের এসকেএমবহিসিবিজিএইচ/বহি/০৩/১৯৩ নং পত্রের মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ডাক্তার চেম্বার বরাদ্দের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হলে আশানুরূপ প্রস্তাব পাওয়া যায়নি বিধায় চেম্বারগুলো চালু করা যায়নি। অপরদিকে উক্ত ভবনের নিচতলায় পরিচালিত ল্যাব পর্যাপ্ত রোগীর অভাবে আর্থিকভাবে লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের শুধুমাত্র ইউলিটি বিল (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, এ্যাটেনডেন্ট এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) পরিশোধ সাপেক্ষে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পুরাতন ভবনের ২য় তলায় ডাক্তার চেম্বার চালু করার জন্য স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের শুধুমাত্র ইউলিটি বিল (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, এ্যাটেনডেন্ট এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) পরিশোধ সাপেক্ষে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৪৪ বিবিধ-৩ঃ সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের ইনডোর ও আউটডোরের ঔষধ সরবরাহের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন করার জন্য ১টি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এবং সরবরাহকৃত ঔষধ গ্রহণের জন্য ১টি ঔষধ গ্রহণ কমিটি করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের ইনডোর ও আউটডোরের ঔষধ সরবরাহের জন্য দরপত্র আহবান করা হলে ১২টি প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশগ্রহণ করে। উক্ত দরপত্র মূল্যায়ন করার জন্য ১টি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এবং সরবরাহকৃত ঔষধ গ্রহণের জন্য ১টি ঔষধ গ্রহণ (Takeover Committee) কমিটি গঠন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের ইনডোর ও আউটডোরের ঔষধ সরবরাহের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন করার জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (Tender Evaluation Committee) এবং সরবরাহকৃত ঔষধ গ্রহণের জন্য ১টি ঔষধ গ্রহণ কমিটি (Takeover Committee) গঠন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো :-

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (Tender Evaluation Committee) :-

(১)	লেঃ কর্ণেল ডাঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল।	--	আস্থায়ক
(২)	ডাঃ আজমেরী সুলতানা মেডিক্যাল অফিসার সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল।	--	সদস্য
(৩)	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ ফার্মাসিস্ট সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল।	--	সদস্য
(৪)	জনাব মোঃ ওমর ফারুক সহকারী সচিব ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	--	সদস্য-সচিব

ঔষধ গ্রহণ কমিটি (Takeover Committee)

(১)	ডাঃ সুলতানা শিরিন মেডিক্যাল অফিসার সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল।	--	আস্থায়ক
(২)	ডাঃ সাবরিনা মান্নান মেডিক্যাল অফিসার সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল।	--	সদস্য
(৩)	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ ফার্মাসিস্ট সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল।	--	সদস্য

৪৪ বিবিধ-৪ঃ সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পুরাতন ভবনের দ্বিতীয় তলার ডাক্তারদের চেম্বার চালুর নিমিত্তে ডাক্তারদের জন্য ১১টি টেবিল, ১১টি চেয়ার ও রোগীদের বসার জন্য চেয়ার সরবরাহ করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পুরাতন ভবনের দ্বিতীয় তলার ডাক্তারদের চেম্বার চালুর নিমিত্তে ডাক্তারদের জন্য ১১টি টেবিল, ১১টি চেয়ার ও রোগীদের বসার জন্য চেয়ার সরবরাহ করতে আনুমানিক ৭৩,৭০০/- টাকা ব্যয় হবে।

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ	আনুমানিক একক দর	মোট মূল্য
১।	ডাক্তারদের জন্য টেবিল	১১টি	৪,২০০/-	৪৬,২০০.০০
২।	ডাক্তারদের জন্য চেয়ার	১১টি	১,৫০০/-	১৬,৫০০.০০
৩।	রোগীদের বসার জন্য চেয়ার	২২টি	৫০০/-	১১,০০০.০০
মোট টাকা =				৭৩,৭০০.০০

সিদ্ধান্ত : সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পুরাতন ভবনের দ্বিতীয় তলার ডাক্তারদের চেম্বার চালুর নিমিত্তে ডাক্তারদের জন্য ১১টি টেবিল, ১১টি চেয়ার ও রোগীদের বসার জন্য চেয়ার সরবরাহের জন্য ৭৩,৭০০/- (তিয়াত্তর হাজার সাতশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

৪৪ বিবিধ-৫ঃ মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর সেন্ট্রাল এসি, লিফট, এ্যাসকালোটর ও ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের জন্য প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন প্রসঙ্গে।

আলোচনা : মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের জন্য সেন্ট্রাল এসি, এ্যাসকালোটর ও লিফট এবং ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য দরপত্র আহ্বান করে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশের শর্তানুযায়ী প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ০৩(তিন) জন মনোনীত কর্মকর্তাকে কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব খরচে (বিমান যোগে যাতায়াত, থাকা ও খাওয়াসহ) প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন করার ব্যবস্থা থাকায় যথোপযুক্ত কর্মকর্তাদের মনোনীত করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

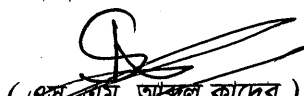
সিদ্ধান্ত : সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন টিম গঠন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্রমিক নং	কাজের নাম	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	দেশের নাম	প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন টিম
১।	মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল (কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, HVAC) সরবরাহ ও স্থাপন।	লায়ন ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল সার্ভিসেস	ইটালী	১. স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস ২. জনাব আজিজুল ইসলাম, সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী, জিই (নর্থ), ঢাকা সেনানিবাস। ৩. এন, কে, এম আখতারুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
২।	মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর জন্য ৪টি প্যাসেঞ্জার লিফট ও ৮ জোড়া এ্যাসকালোটর সরবরাহ ও স্থাপন।	প্রপার্চি ডেভলোপমেন্ট লিমিটেড	জার্মানী	১. সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস ২. এন, কে, এম আখতারুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। ৩. জনাব তারিকুল, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জিই (সাউথ), ঢাকা সেনানিবাস
৩।	মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর জন্য ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপন।	রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	ইউএসএ	১. লেঃ কর্ণেল মোঃ খিজির খান, জিই (আর্মি), সাউথ, ঢাকা সেনানিবাস ২. জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম, ডিডব্লিউএডসিই, আর্মি ৩. জনাব মোঃ আলম খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

উল্লেখ্য যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী উক্ত প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশনের যাবতীয় ব্যয় (বিমান যোগে যাতায়াত, থাকা-খাওয়াসহ) কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহন করতে হবে।


আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংযুক্ত ৪ পরিশিষ্ট-‘ক’।


(এস. এম. আব্দুল কাদের)
সেক্রেটারী, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ও

ক্যান্টনমেন্ট এঞ্জিনিয়ারিং অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।


(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নুরুল মোমেন খান, এনডিসি, পিএসসি)
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ও

স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

- (১) ক্যাপ্টেন মোস্তাক আহমেদ (জি), পিএসসি, বিএন
অধিনায়ক, বা নৌ জা হাজী মহসিন, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। উপস্থিত
- (২) ক্যাপ্টেন আরিফ আহমেদ মোস্তফা (জি), পিএসসি, বিএন
অধিনায়ক, বিএএফ বেস বাশার, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। উপস্থিত
- (৩) কর্ণেল মোঃ মাহফুজ আলম, পিএসসি
সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। উপস্থিত
- (৪) মেজর মোঃ শওকত জামিল
অধিনায়ক, স্টেশন হেলথ অর্গানাইজেশন
প্রতিনিধি, কমান্ড্যান্ট, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। উপস্থিত
- (৫) কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক
বাসা#৪৪৯/২, রোড#৮ (পশ্চিম), ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। উপস্থিত
- (৬) জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ
বাড়ী#১৯, রোড#৩, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। অনুপস্থিত
- (৭) মোঃ শরীফুল আলম তানভীর
এনডিসি
জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, ঢাকা
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। উপস্থিত